RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন বিপিন রাওয়াত

পৃষ্ঠা - ৩

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারি – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 2, Cooch Behar, Friday, 28 January - 10 February, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

সীমান্তে ‘অ্যান্টি কাট ও অ্যান্টি ক্লাইম্ব’ ফেন্সিং লাগানোর উদ্যোগ বিএসএফের

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গে ইন্দো-বাংলাদেশের কাঁটাতারহীন সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারী ও পাচার রুখতে এবার ‘অ্যান্টি কাট ও অ্যান্টি ক্লাইম্ব’ ফেন্সিং লাগানোর উদ্যোগ নিল বিএসএফ। ইতিমধ্যে ওই বিশেষ ফেন্সিং লাগানোর কাজ শুরু করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। ২৫ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি অজয় সিং। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি মুরারিপ্রসাদ সিং এবং ডিআইজি সঞ্জয় পান্তও ।

বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে ৯৩৬.৪১ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ১০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে কাঁটাতারহীন । ওই কাঁটাতারহীন সীমান্তের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন নদী, খাল । আবার কোথাও রয়েছে চাষের জমি । কাঁটা তার না থাকার সুযোগ নিয়ে ওইসব সীমান্ত দিয়ে বেড়ে চলছে অনুপ্রবেশ ও পাচার । ওই কাঁটাতারহীন ১০০ কিলোমিটার সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনওরকমভাবে পাচার এবং অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিএসএফ । চলতি আর্থিক বছরে সীমান্তের এই এলাকাগুলিতে ‘অ্যান্টি কাট ও অ্যান্টি ক্লাইম্ব’ ফেন্সিং লাগানোর জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব কাঁটাতারহীন সীমান্তে ওই ধরনের ফেন্সিং লাগানো হবে ।

(ফাইল চিত্র) ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত

আইজি অজয় সিং বলেন, “ইন্দো-বাংলাদেশ প্রায় ১০০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতার না থাকায় সেসব জায়গায় বিশেষ নজরদারি চালাতে হত । তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যাতে কাঁটাতারহীন সীমান্তে ‘অ্যান্টি কাট ও অ্যান্টি ক্লাইম্ব’ ফেন্সিং লাগানো যায় । পাশাপাশি পুরানো কাঁটাতার বা ফেন্সিং দ্রুত পরিবর্তনের কাজ চলছে”।

বুস্টার ডোজ নিয়ে নতুন নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি: করোনার প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার শট নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। করোনায় আক্রান্ত হলে, কবে বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে, তা নিয়ে ধন্দ বাড়ছিল। ২১ জানুয়ারি কেন্দ্রের তরফে পাঠানো নয়া গাইডলাইনে বলা হয়েছে, প্রিকশন ডোজ বা বুস্টার শট নেওয়ার আগে কেউ করোনায় আক্রান্ত হলে, সুস্থ হয়ে ওঠার পর তাঁকে তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। শুধু প্রিকশন ডোজ নয়, কোভিডের অন্যান্য ডোজ নেওয়ার ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ মনে চলতে হবে। কেন্দ্রের নির্দেশিকায় এটাও বলা হয়েছে, কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ৯ মাস, অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহ পর প্রিকশন ডোজ নেওয়া যাবে, তার আগে নয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও মিশন ডিরেক্টর বিকাশ শীলের পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, NTAGI-এর সুপারিশ ও বিজ্ঞানসম্মত নথিপত্রের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ভ্যাকসিন কারা নিতে পারবেন, তা নিয়ে আগেও একই গাইডলাইন ছিল কেন্দ্রের।

বিদেশের একাধিক সমীক্ষায় দাবি করা হয়, বুস্টার শটে কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন ঠেকানো সম্ভব। ফ্রন্টলাইন কোভিড যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী, কো-মর্বিডিটি থাকা ষাটোর্ধ্বদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রিকশন ডোজ দেওয়া হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। সেইমতো জাতীয় কোভিড টিকাকরণ প্রোগ্রামের আওতায় ১০ জানুয়ারি থেকে প্রিকশন শট শুরু হয়েছে। তার আগেই, ৩ জানুয়ারি থেকে ১৫-১৮ বছর বয়সিদের মধ্যে টিকাকরণও চালু হয়েছে।

চিতা বাঘের আতঙ্কে জারি করা হল ১৪৪নং ধারা

কোচবিহার: ২৭ জানুয়ারি সকাল সকাল চিতা বাঘের আনঙ্ক ছড়াল কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলাবাগান এলাকায়। কলাবাগান হাই স্কুল সংলগ্ন ওই এলাকায় একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতা বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে শোনা যায়।বিশাল আকারের ওই চিতা বাঘ গোটা এলাকা জুড়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে।তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুঁজি শুরু করলে চিতা বাঘ টিকে একটি বাড়ির পেছনে দেখতে পাওয়া যায়।সেখান থেকে তারা খেয়ে বাঘ টি মনোজ সরকার নামে এক বাসিন্দারা বাড়ির বাথ রুমে ঢুকে যায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসন ও বন দপ্তর কে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মী ও পুলিশ প্রশাসন ঘটনা স্থলে ছুটে আসে। তবে লোক জানাজানি হওয়ার এলাকায় প্রচুর মানুষ ভিড় করতে থাকে। ভীর কমাতে এবং মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে গোটা এলাকায় ১৪৪ নং ধারা জারি করা হয়।পড়ে বন দপ্তরের কর্মীরা বাঘ টিকে ঘুম পাড়ানো গুলি করে কাবু করে এবং খাচা বন্দী করে নিয়ে যায়।

বাড়ির সদস্য সীমা সরকার জানিয়েছেন “সকাল ৬ টার সময় বাড়ির বাথ রুমে চিতা বাঘের লেজ দেখতে পাওয়া যায়।বাঘ দেখার পর বাড়ির সকলে আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়েন”। সাম্প্রতিক কালে কোচবিহার শহরে চিতা বাঘ প্রবেশের ঘটনা দেখা যায় নি। প্রায় ২৫ -৩০ বছর আগে কোচবিহার জেলার পাটাকুরা তে বাঘ ধরা পড়েছিল। সেবার বাঘের হামলায় এক জনের প্রাণ ও গিয়েছিল।তাই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যপক আতংক দেখা দিয়েছে।

ডিএফও সঞ্জীব কুমার সাহা জানিয়েছেন, “প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে বাঘ টি চিলাপাতা বা পাতলা খাওয়া জঙ্গল থেকে এখানে এসে থাকতে পারে। বর্তমান সময়ে চিতা বাঘের পছন্দের খাবার হচ্ছে রাস্তার কুকুর। তাই মনে করা হচ্ছে খাবারের সন্ধানেই বাঘ টি লোকালয়ে চলে এসেছে”। তিনি আরও জানান যে বাঘ টিকে ঘুম পাড়ানি গুলিতে কাবু করা হয়েছে।এরপর বাঘ টি কে জলদা পারা অভয়ারণ্যে নিয়ে গিয়ে বাঘ টি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া হবে।

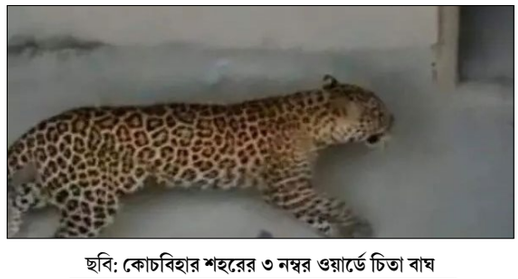

ছবি: কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিতা বাঘ

রাজ্য সরকারকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার বা হাজার কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন দিল বিশ্বব্যাঙ্ক। বিশ্বব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে “নারীর ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির” জন্য এই ঋণ দিচ্ছে তারা। যে অর্থ ‘কন্যাশ্রী’, ‘রূপশ্রী’, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’, ‘স্বাস্থ্য সাথী’, ‘বিধবা ভাতা’ এবং ‘বার্ধক্য ভাতা’-র মতো রাজ্য সরকারের চালু করা সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঋণ বাংলার সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে উৎসাহ জোগাবে। জানা গেছে, এই ঋণের মাধ্যমে বিধবা এবং তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্যও আলাদা ভাবনা রয়েছে। রাজ্য স্তরে ইউনিফাইড ডেলিভারি সিস্টেমের জন্য পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক এবং টুলস তৈরিতেও সাহায্য করবে। সামাজিক সুরক্ষা বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতেও ব্যবহার করা যাবে এই অর্থ। ইত্যাদি বিষয়ে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখবে ডিএলআই।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪০০-র বেশি প্রকল্প পরিচালনা করে, যা ‘জয় বাংলা’ নামক একছাতার নীচে পরিচালনা করা হয়, যার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা মূলক প্রকল্প, চাকরি, দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চলের মানুষের উপকারের জন্য একাধিক প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করা করেছে। অনন্য ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি সুবিধাভোগীদের উন্নত ও দ্রুত শনাক্তকরণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে, নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা প্রদান এবং বেনিফিট ডেলিভারি পর্যবেক্ষণ করা এই বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে গতি পাবে।

“পশ্চিমবঙ্গ বিল্ডিং স্টেট ক্যাপাবিলিটি ফর ইনক্লুসিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন” অপারেশনের অধীনে এই ঋণ রাজ্যের দরিদ্র এবং দুর্বল গোষ্ঠীগুলির জন্য সামাজিক সহায়তা এবং লক্ষ্যযুক্ত পরিষেবাগুলিতে কভারেজ এবং অ্যাক্সেস প্রসারিত করার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রাজ আমলের ছাপাখানায়

কোচবিহার: কলকাতার আলিপুরে শতাব্দী প্রাচীন বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস(বিজি প্রেস)-এর দায়িত্ব সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন(হিডকো)-এর হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। রুগ্ন এই ছাপাখানার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির দায়িত্ব এখন থেকে রাজ্য সরকারের অধীন এঈ সংস্থাই দেখাশোনা করবে।আর এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কোচবিহারের রাজ আমলের এই ঐতিহ্যবাহী ছাপাখানার কর্মীরাও।এই ঐতিহ্যবাহী ছাপাখানাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল।এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার যদি ছাপাখানার দায়িত্ব নিজে হাতে না রেখে বেসরকারি কোন সংস্থার হাতে তুলে দেয় তাহলে কাজ হারানোর আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

কোচবিহারের সদর মহকুমাশাসক রাকিবুর রহমান বলেন, রাজ আমলের এই ছাপাখানাটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে।

এশিয়ার বৃহত্তম এঈ বিজি প্রেসে একসময় প্রায় ১২০০ কর্মী কাজ করতেন। কিন্তু এখন সেখানে প্রায় ২০০ কর্মী কাজ করেন। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি হিডকোর চেয়ারম্যানের তরফে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে একটি চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে আলিপুর গ্রিন এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের স্বার্থে বিজি প্রেস থেকে কর্মী ও আধিকারিকদের সরানোর জন্য আবেদন জানানো হয়। আর এই ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে প্রতিবাদ জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অর্জুন সেনগুপ্ত ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে ১৭ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় চিঠি দিয়েছেন।

১৮ জানুয়ারি কোচবিহার শহরের শিবকালী মোড় সংলগ্ন সরকারি ছাপাখানায় গিয়ে দেখা গেল, গোটা চত্বর জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। ভবনটিরও দশা বেহাল। বহু জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। বিশাল ভবনের বেশিরভাগ ঘরের দরজার দীর্ঘদিন ধরে না খোলায় মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একসময় এই ছাপাখানায় আটটি মেশিন ছিল। তাতে সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রশাসনের ছাপার কাজ হত। সেইসব মেশিন এখন পুরোপুরি বিকল।এখনমাত্র দুটি অফসেট মেশিন চালানো হয়।

অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ, ধরা পড়ল বাংলাদেশি কিশোরী

কোচবিহার: বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে বিএসএফের হাতে আটক নাবালিকা। তাকে দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। ১৬ জানুয়ারি সকালে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ নাবালিকাকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে নিয়ে আসে। আসার পথে প্রথমে তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই তাকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, প্রেমের টানে বাংলাদেশ থেকে দীঘল টারী সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় বিএসএফ-এর ১২৯ ব্যাটেলিয়ান ওই নাবালিকাকে আটক করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই ওই নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই ভালোবাসার টানেই সেই কিশোরী বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছে।

মেয়েটি জানিয়েছে, পরিবার তার অমতে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করায় সে ভারতে প্রেমিকের কাছে আসার জন্য ১০ জানুয়ারি বাড়ি থেকে রওনা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছয় মাস আগে তুফানগঞ্জের যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ইয়েছিল ওই নাবালিকা, তাই সে অবৈধ ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আসছিল প্রেমিকের কাছে।

তিন মাস পর শিলিগুড়ি-দার্জিলিং টয় ট্রেন যাত্রা শুরু

শিলিগুড়ি: বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে টানা প্রায় তিন মাস বাদে ফের পাহাড়ি পথে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাত্রা শুরু করলো টয় ট্রেন। এখন থেকে পর্যটকরা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত সরাসরি ট্রেনে চেপে সফর করতে পারবে। দীর্ঘদিন এই পরিসেবা বন্ধ থাকায় উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে এর প্রভাব পড়েছিল। তবে আবার নতুন করে পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশির আমেজ উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে।

আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ, সঙ্গে পাহাড়ের ঝিঁঝি পোকার ডাক আর এরই মাঝে খেলনা গাড়িতে চেপে দার্জিলিঙে পৌঁছে যাওয়া। এই সবটাই যেন পর্যটকদের রোমাঞ্চকর ভ্রমণের অন্যতম যাত্রাপথের কাহিনী। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে পর্যটকদের এই রোমাঞ্চকর যাত্রাপথেই পড়েছেন ছেদ। উত্তরবঙ্গে আসা পর্যটকদের কাছে বরাবরই দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বা টয় ট্রেন সফর ভ্রমণের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। তবে গত বছর অক্টোবর মাসে পাহাড়ে এক টানা বৃষ্টিতে কার্শিয়াংয়ের মহানদীর কাছে ৫৫ নং জাতীয় সড়কে ধসের কারণে জাতীয় সড়কের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ট্রেন লাইন।যার ফলে এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয়ট্রেনের যাত্রাপথ মাঝপথেই থমকে গিয়েছিল। ফলে পর্যটকরা উত্তরবঙ্গে এসেও শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেনে সফর করা থেকে বঞ্চিত ছিল। শেষমেশ মহানদীতে রাস্তা মেরামত হওয়ার পর ট্রয় ট্রেন লাইন মেরামতের কাজ শেষ হতেই ফের নিউ জলপাইগুড়ি

থেকে সরাসরি দার্জিলিং পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা চালু হল।

DHR সূত্রে জানা গেছে এতদিন পর্যন্ত পর্যটকদের কার্শিয়াং রেল স্টেশন পর্যন্ত বাসে করে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখান থেকে টয় ট্রেনে পর্যটকরা দার্জিলিংয়ে সফর করতে পারতো। কিন্তু আবার সরাসরি দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেন পরিসেবা চালু হওয়ায় খুশি উত্তরবঙ্গের ট্যুর অপারেটরা।

সরস্বতী পুজোয় আগের মত বায়না নেই বড় প্রতিমার

শিলিগুড়ি: আর কিছু দিন পরেই সরস্বতী পুজো। তবে এখন পুজোকে ঘিরে সেই পরিচিত উন্মাদনা নেই পড়ুয়াদের যার প্রভাব পড়েছে শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতেও। মন খারাপ মৃৎশিল্পীদের। গত বছরের মতো এবারেও উৎসাহে পড়েছে ভাঁটা। বড় প্রতিমার চাহিদা একেবারেই কম। ভাঁটা পড়েছে থিমের প্রতিমার চাহিদাতেও। ছোটো ছোটো প্রতিমার চাহিদা রয়েছে।

কোভিড আবহে স্কুল, কলেজের ক্যাম্পাসে সেই সরস্বতী পুজোর উৎসাহ নেই। কোভিডের তৃতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে বন্ধ রয়েছে সরকারি এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর তাই বিদ্যার দেবীর বন্দনাতেও চেনা উৎসাহের খামতি। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে এখনও প্রতিমার বায়না হয়নি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।

আর তাই বড় প্রতিমা নয়, ছোটো প্রতিমা তৈরীতেই ব্যস্ত কুমোরটুলির শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পীরা। বছরে এই সময়ে পাড়ার বহু মৃৎশিল্পীও প্রতিমা তৈরী করে থাকেন। শিলিগুড়ির বিধান রোড, হাসপাতাল মোড়ে সারি সারি প্রতিমা নিয়ে বসে থাকেন। আজ ওদেরও মন বিষন্ন! কেননা, পুজো নিয়ে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। এখোনো শহরের প্রধান প্রধান স্কুল, কলেজের প্রতিমা বায়না না হওয়ায় সেই চেনা ব্যস্ততাও নেই কুমোরটুলি থেকে পালপাড়ায়।

সরোজ পাল থেকে অধীর পালেরা বলছিলেন, বড় মৃন্ময়ী প্রতিমার বায়না হয়নি। গত বছর থেকেই এমনটা চলছে। তবে এবারে শীতের সময়ে কোভিড গ্রাফ বাড়ায় বড় করে পুজো করার আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবুও শেষ বেলায় কিছু বায়না আসবে, এই আশাতেই নিজেদের পছন্দের সাইজের প্রতিমা তৈরী করে রেখেছেন।

পাচারের আগে ওদলাবাড়ি থেকে উদ্ধার সোনালি তক্ষক

জলপাইগুড়ি: পাচারের আগে জলপাইগুড়িতে ফের উদ্ধার হল এক বিপন্ন বন্যপ্রাণী। ২২ জানুয়ারি গভীর রাতে ওদলাবাড়ির একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে একটি সোনালি তক্ষক সহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জ। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে একটি গাড়ি। সোনালি রঙের এই তক্ষকটি মেঘালয় থেকে নেপালে পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে দাবি বনদফতরের। ধৃতদের একজনের বাড়ি অরুণাচল প্রদেশ, বাকি দুজনের বাড়ি অসমে বলে জানা গিয়েছে।

বেলাকোবা রেঞ্জের বনাধিকারিক সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে ওদলাবাড়ির হোটেলে হানা দেন বনকর্মীরা। সেখানে একটি সোনালি তক্ষক উদ্ধার হয়েছে। প্রাণীটিকে মেঘালয়ের জঙ্গল থেকে ধরা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেটির বাজারমূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। তক্ষকটিকে শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাচারের চেষ্টা চলছিল। ২৩ জানুয়ারি ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদলতে পাঠানো হয়েছিল। বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতদের জেরা করে জানা গেছে মেঘালয় থেকে শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাচার করা হচ্ছিল এই তক্ষকটি। ২৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তক্ষকটি নেপালে বিক্রি করার কথা ছিল।

পদ্মশ্রী পেলেন কালিম্পঙের মাদল শিল্পী কাজী সিংহ

কালিম্পং: আদিবাসী, গোর্খাদের এক জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র মাদল। আর সেই বাদ্যযন্ত্রের প্রচার প্রসারের মাধ্যমে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছেন মাদল বাদক কাজী সিংহ। মাদল নিয়ে ৫৪ বছর ধরে গবেষণা করেছেন তিনি। লিখেছেন 'মাদল কলানিধি' নামে একটি বইও। কাজী সিংহের এই একনিষ্ঠ কীর্তিই নজর কেড়েছে সরকারের। এ বছর পদ্মশ্রী সম্মাননার জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে এই জন্য। আনন্দের মধ্যেও কাজীর দুঃখ, পাহাড়ে লোকসঙ্গীতের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

কালিম্পঙের সাত মাইলের বাসিন্দা ৭৯ বছর বয়সি কাজী সিংহ। পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, সত্তরের দশকে মুম্বইয়ে বড় বড় বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের সঙ্গে মাদল বাজাতেন তিনি। পরে সেখান থেকে ফিরে সিকিমের একটি স্কুলে দু'দশক ধরে বাদ্যযন্ত্রের উপর শিক্ষকতা করেছেন। জানাগেছে, দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তার মাধ্যমে তাঁর নাম কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। সিকিম সরকারের মাধ্যমেও কাজীর নাম গিয়েছিল এই পুরস্কারের জন্য। তাঁর ছেলে নিশান্ত বলেন জানান, "আগামী প্রজন্মের জন্য পাহাড়ে একটি লোকগীতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির দাবি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে"।

ডাম্পিং গ্রাউণ্ড সরানোর দাবি শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি: বহু বছর ধরে শিলিগুড়ি পুরসভার ৪২ নং ওয়ার্ডের ডাম্পিং গ্রাউণ্ডেই ফেলা হয় শহরের সব আবর্জনা। তখন এর আশেপাশে তেমন জনবসতি এমন ছিল না। তবে ক্রমেই এই এলাকায় এখন গড়ে উঠেছে জনবসতি। এখমন তাদের অভিযোগ এখানকার পরিবেশ চরম অস্বাস্থ্যকর; মাছি, মশার দাপট। একারণে স্বাসকষ্ট থেকে ত্বকের সমস্যায় জেরবার স্থানীয়রা। অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে অন্যত্র সরাতে হবে এই ডাম্পিং গ্রাউণ্ড।

মাঝেমধ্যেই এখানে আগুন জ্বলে, ফলে বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে। মিথেন গ্যাস থেকে নাকি কেউ আগুন ধরিয়ে দেয়, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। অনেক আন্দোলন, বিক্ষোভ হয়েছে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড ঘিরে। পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ২০১৯ সালে দিনভর অবস্থান, বিক্ষোভও করে তৃণমূল। কিন্তু সরানো হয়নি ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের ঠিকানা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে দেওয়াল দেওয়া হয়। পথবাতি, সিসি টিভির ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু মূল দাবি মেটেনি স্থানীয়দের। বছর দুয়েক আগে স্যুইৎজারল্যাণ্ডের একটি এনজিও অর্গানিক সার তৈরির প্রকল্প নেয়। মেয়র তখন অশোক ভট্টাচার্য। কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি।

পরবর্তীতে কেএমডিএ-র উদ্যোগে বায়ো মাইনিং প্রকল্প শুরু হয়েছে। এজন্যে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য। তিন পর্যায়ে কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় নোংরা, আবর্জনা থেকে মাটি, প্লাস্টিক, কাপড় এবং ছোটো-বড় পাথর পৃথকীকরণ করা হচ্ছে। এই মাটি সারের উপযোগি। প্লাস্টিক আর কাপড় চলে যায় সিমেন্ট তৈরির কারখানায়। তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের দাবি, আগামী দিনে আর ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বলে কিছু থাকবে না। গ্রিন ফিল্ড তৈরি করা হবে। কিন্তু গত ৭-৮ মাসে প্রশাসনিক বোর্ড কী করেছে, জানা নেই। তবে এই সমস্যার এর স্থায়ী সমাধান অত্যন্ত জরুরি।

রেশম চাষিদের আয় বাড়াতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

মালদা: বাংলার রেশম শিল্পের চাহিদা এবং সুনাম রয়েছে বহু যুগ ধরে। বিশেষ করে মালদা জেলার কালিয়াচক এলাকার রেশমের গুরুত্ব অপরিসীম। এবারের এই শিল্পকে আরো বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। এজন্য রেশমের উপকরণ পলু পোকার চাষ , তুঁত গাছের পরিচর্যা এবং চাষ বাড়ানো। পাশাপাশি রেশম সুতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রেশম চাষিদের আয় বাড়াতে নির্দিষ্ট একটি বাজার তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এক লক্ষ কুড়ি হাজার চাষীদের নিয়ে বাজার তৈরি দীর্ঘ পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এরফলে চাষের সঙ্গে যুক্ত চাষীদের একপ্রকার আয় সুনিশ্চিত হবে। পাশাপাশি মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য নানান পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতা করার উদ্যোগী হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এরফলে চাষীদের মুখে হাসি ফুটেছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলার কালিয়াচক ১,২ এবং ৩ ব্লকে মূলত রেশম হয়ে থাকে। এই তিনটি ব্লকের মধ্যে কালিয়াচক ১ ব্লকে বেশি রেশম চাষ হয়। "মালবেরি" প্রজাতির রেশম চাষ জেলায় মূলত হয়। এই রেশমের উৎপাদিত গরদের শাড়ি অন্যান্য বস্ত্র অত্যন্ত মূল্যবান। কালিয়াচক ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আতিউর রহমান জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবসময় চাষিদের পাশে থেকে নানান ধরনের সহযোগিতা করে চলেছেন। লকডাউনের মধ্যে কালিয়াচকের রেশম চাষিদের খানিকটা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার এবারে রেশম চাষিদের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে । যাতে করে চাষীদের আয় সুনিশ্চিত এবং বাজার ধরার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। এরফলে মালদার রেশমের চাহিদা এবং সুনাম আরো বাড়বে।

কোচ-কামতাপুর পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি কেএলও প্রধানের

কোচবিহার: বিগত কিছু সময়ে উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবিতে বহুবার সরব হয়েছেন বিজেপি কিছু সংখ্যক নেতারা। এবার ফের কোচ-কামতাপুর পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি উঠল। একটি ভিডিয়ো বার্তায় কেএলও প্রধান জীবন সিংহ এই দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি তিনি ভিডিয়ো বার্তায় বিজেপির দুই মন্ত্রীর নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা এবং নিশীথ প্রামাণিকের নেতৃত্বে পৃথক কোচ-কামতাপুর রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

কেএলও একটি নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে পরিচিত এবং কেএলও প্রধানের মুখে বিজেপির দুই মন্ত্রীর নাম শোনা যাওয়ায় কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। তবে কেএলও প্রধানের এই ভিডিও বার্তাটি বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি নয় বিজেপি। সেই ভিডিওটির স্ত্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার জানান, "কেএলও একটি জঙ্গি সংগঠন। তাদের এই বক্তব্য নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই"। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্য ভাগের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি এবিষয়ে বলেন, "বিধানসভা ভোটে হেরে যাওয়ার পর বাংলাকে ভাগ করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি"।

কয়েক বছর পর জলঢাকায় মেলা পরিযায়ী পাখিদের

ময়নাগুড়ি: বিগত কয়েক বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে এবারে পরিযায়ীরা ভিড় করেছে ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া জলঢাকা নদীতে। স্থানীয়দের কথায় বিগত বছর গুলিতে পরিযায়ীরা এলেও এই বিপুল সংখ্যক এবং বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখিদের দেখা মেলেনি কখনো। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরে জলঢাকা নদীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দেখা মিলেছে কয়েকশো পরিযায়ীর।বাসিন্দা মদন রায় জানান, অনেকেই পাখি দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন। তবে কাউকেই কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছেনা। লোকের ভিড়ে পাখিদের শান্ত পরিবেশ যাতে নষ্ট নাহয় সেদিকে যেমন লক্ষ্য রাখা হচ্ছে তেমনি এই সুযোগে কেউ যাতে পাখি শিকার করতে না পারে সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

পাখি প্রেমীরা জানান, গজলডোবার পাশাপাশি জলঢাকার শান্ত পরিবেশকে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে পরিযায়ীরা। ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নৌবিহার এলাকায় জলঢাকা, মূর্তি ও ডায়না নদীর সঙ্গমস্থল পরিযায়ীদের অন্যতম ঠিকানা ছিল। কিন্তু নদীর পথ পরিবর্তন হওয়ায় কয়েক বছর ধরে সেভাবে দেখা যায়নি পরিযায়ীদের। কিন্তু গতবছর শীতের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ীদের দেখা যায় নৌ বিহার সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। সম্ভবত গজলডোবার থেকে ফেরার পথে কিছুসময়ের জন্য পরিযায়ীদের কিছু প্রজাতি এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে এবার দলবেঁধে ভিড় জমাচ্ছে তারা।

প্রজাতন্ত্র দিবসে লেন্সকার্টের ৭৩টি স্টোর

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে বড় চশমার ব্র্যান্ড লেন্সকার্ট ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী ৪৬টি শহর এবং ১৯টি রাজ্যে ৭৩টি স্টোর চালু করেছে। এই ৭৩টি স্টোরের মধ্যে তামিলনাড়ুতে ১৭টি, কর্ণাটকে ১০টি এবং তেলেঙ্গানা ও কেরালায় ৬টি। যার লক্ষ্য হল চলতি বছরে ফেব্রুয়ারিতে দেশ জুড়ে আরও ৪০০টি স্টোর স্থাপন করা। কোম্পানিটি ফেব্রুয়ারিতে তার ১০০০তম স্টোরের ল্যান্ডমার্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কাউন্টডাউন শুরু করেছে।

২০১০সালে প্রতিষ্ঠিত লেন্সকার্ট দেশের একটি প্রিমিয়াম রেঞ্জের চশমা প্রস্তুতকারী সংস্থা। যার লক্ষ্য হল হাই-টেক রোবোটিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বমানের ডিজাইন ও কোয়ালটির চশমা তৈরি করা। লেন্সকার্ট বর্তমানে বছরে সাত মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের পরিষেবা দেয়। যার মধ্যে রয়েছে একটি অনলাইন স্টোর, একটি মোবাইল অ্যাপ, এবং ৯০০-র বেশি ওমনি-চ্যানেল স্টোরফ্রন্ট যা শীঘ্রই ১৭৫টিরও বেশি স্থানে ১০০০টি স্টোরে পরিণত হবে। লেন্সকার্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অমিত চৌধুরী বলেন, এক দিনে দেশব্যাপী ৭৩টি স্টোর চালু করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের লক্ষ্য হল ২০২৭ সালের মধ্যে এক বিলিয়ন মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া।

খোলা বাজারে আস্তে চলছে টিকা

নয়াদিল্লি: খোলা বাজারে বিক্রির অনুমোদনের অপেক্ষায় কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিন। দেশের ড্রাগ নিয়ামক সংস্থা ডিসিজিআইয়ের সবুজ সঙ্কেত পেলেই খোলা বাজারে পাওয়া যাবে করোনার দুই প্রতিষেধক। সাধারণ মানুষের চিন্তা দাম নিয়েই। তবে সরকারি সূত্রে যা খবর, তা জেনে অনেকটাই স্বস্তি পাবেন মানুষ।

সরকারি সব টিকা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে টিকা পাওয়া গেলেও বেসরকারি জায়গা থেকে চড়া দামেই ডোজ নিতে হচ্ছে মানুষকে। বর্তমানে কোভিশিল্ডের একটি ডোজের দাম পড়ছে ৭৮০ টাকা। কোভ্যাক্সিনের দাম তো আরও বেশি। ভারত বায়োটেকের তৈরি টিকার এক একটি ডোজের দাম ১২০০ টাকা।

খোলা বাজারে এই দামকে ৫০০-র নীচে নামিয়ে আনতে চাইছে সরকার। সূত্রের খবর, কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ড-উভয় টিকার প্রতি ডোজ কিনতে লাগবে ৪২৫ টাকা। ডোজের দাম ধরা হয়েছে ২৭৫ টাকা। আর সার্ভিস চার্জ বাবদ নেওয়া হবে ১৫০ টাকা। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিকল প্রাইজিং অথরিটিকে বলা হয়েছে ৪০০-৫০০র মধ্যে প্রতি ডোজের দাম বেঁধে রাখতে।

দেখা যাবে টেট-এর ওএমআর শিট

কলকাতা: ২০১৭ টেট নিয়ে নতুন ঘোষণা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। ২০ জানুয়ারি থেকে আগামী ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত নিজেদের ওএমআর শিট দেখতে পারবে ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার্থীরা। ওএমআর শিটটি আরটিআই করে দেখা যাবে । এক্ষেত্রে অ্যাডমিট কার্ডের কপি, ৫০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট সহ পর্ষদের সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন করতে বলা হয়েছে। আবেদনের জন্য ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের স্পিড পোস্টে আবেদন করতে হবে। পর্ষদে গিয়ে কোনও আবেদন করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ২০২১ সালের ৩১ জানুয়ারি রাজ্যে প্রাথমিকের সালের টেট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই ফল প্রকাশিত হয় ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারি।

একমাসে এনবিএসএসটিসি-র ক্ষতি এক কোটি

কোচবিহার: করোনার ধাক্কায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম। চলতি জানুয়ারি মাসেই শুধুমাত্র এককোটি টাকার বেশি ক্ষতি হতে চলেছে।সাম্প্রতিক বিধিনিষেধের ফলে নিগমের পিকনিক থেকে শুরু করে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাসের বুকিং বাতিল হয়েছে। সেইসঙ্গে যাত্রী কম থাকায় কিছু রুটের বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া সহ একাধিক কারণে আয় কমতে চলেছে। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, সংস্থার আয় বাড়ানোর জন্য একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সব আর সম্ভব হচ্ছেনা।

তিনি আরও বলেন, জানুয়ারিতে বিয়ে ও পিকনিকের জন্য অনেকেই এনবিএসএসটিসি-র বাস বুক করেছিলেন। সংস্থার বিভিন্ন ডিপো থেকে এই বুকিং করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে করোনা বিধিনিষেধ জারি হওয়ায় এই সংক্রান্ত প্রায় ২৫টি ট্রিপ বাতিল হয়েছে। সেইসঙ্গে সবুজের পথে হাতছানি নামে যে ভ্রমণসূচি রয়েছে তাও চলতি মাসে বন্ধ রাখতে হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০শতাংশ যাত্রী কমায় টিকিট বিক্রিও কমেগেছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রুট মিলে প্রায় ১৫টি বাস পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে চারটির বদলে এখন তিনটি বাস চলছে। এছাড়া কলকাতা থেকেও অন্তত দুই-তিনটি বাস কমেছে এবং অন্য রুট মিলিয়ে প্রায় ১৫টি বাস কম চলছে।

উল্লখ্য, আয় বাড়াতে বিভিন্ন ডিপোকে কিলোমিটার বাড়ানোর নির্দেশ, লাভজনক রুটে বাস চালানোর নির্দেশ সহ একাধিক নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে কিছুই করতে পারছেনা সংস্থা। বলাবাহুল্য ডিসেম্বরে টিকিট বিক্রি সহ এনবিএসটিসি প্রায় ১৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। সেটা জানুয়ারিতে ১৩কোটি ৫০লক্ষ্য থেকে ১৪ কোটির মধ্যে থাকবে বলে মনে করছে কর্তপক্ষ।

বৈঠকে বিনয় তামাং-রোশন, আলাদা থাকলেন অনীত

শিলিগুড়ি: পুরভোট ও জিটিএ ভোটের আগে ২১ জানুয়ারি কলকাতায় পাহাড়ের একাধিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৈঠকে হাজির ছিলেন পাহাড় তৃণমূলের রোহিত শর্মা, বিনয় তামাং, মোর্চার পিটি ওলা, রোশন গিরিরা। তবে সেই বৈঠকে ছিলেন না পাহাড়ের প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা। সূত্রের খবর, অনীত থাপার সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বৈঠকে তৃণমূলের তরফে উপস্থিত ছিলেন মলয় ঘটক, অরূপ বিশ্বাসরা।

তৃণমূল এবার পাহাড়ে কোনওভাবেই যাতে বিজেপি সুবিধা করতে দিতে চাইছে না, সে কারণেই এক বিশেষ পরিকল্পনার সঙ্গে এগোচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব। অনীত থাপা মমতা ব্যানারজীর খুব কাছের মানুষ বলে পরিচিত। সেই অনীত থাপাকে বাদ দিয়ে পাহাড়ে ঘুঁটি সাজাতে চাইছে না তৃণমূল। এদিকে পাহাড় তৃণমূল কিংবা মোর্চা নেতৃত্ব অনীত থাপাকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও রাজ্য তৃণমূলের কাছে পাহাড় রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অনীত থাপা।

তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠক করা নিয়ে বিনয় তামাং জানিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে রোশনরাও ছিলেন। অনীত থাপাদের কথা বলতে পারব না। রোশন গিরি জানিয়েছেন, আমরা তো তৃণমূলেরই জোটসঙ্গী। বিনয়রাও বৈঠকে ছিলেন। আর কারও কথা বলতে পারব না। তবে অনীত থাপা এই সব নিয়ে কোনও মন্তব্য করেন নি।

বন্ধ থাকছে বাগডোগরা বিমানবন্দর

শিলিগুড়ি: বাগডোগরায় রানওয়ের সংস্কারের কাজ চলছে। যে কারণে আগামী ১১ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত রানওয়েটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। ১৭ জানুয়ারী একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্য সরকার এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে জানানো হয় বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে।আপাতত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিমান পরিষেবা চালু থাকবে। কিন্তু এপ্রিল মাসের ওই কদিন বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বাগডোগরা বিমানবন্দর, বাংলার দ্বিতীয় প্রধান বিমানবন্দর এবং রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের একমাত্র বাণিজ্যিক বিমানবন্দর। তাই এটি বন্ধ থাকায় প্রভাবিত হবে অনেকেই।

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে বাদ পড়ল 'Abide With Me'

নয়া দিল্লি: ৫০ বছর ধরে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলা অমর জওয়ান জ্যোতির অনির্বাণ শিখাকে শুক্রবার নিভিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই শিখা মিশিয়ে দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল'-এর সঙ্গে। এর পরের দিনই কেন্দ্রীয় সরকারের ফের নয়া ঘোষণা, প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে বাদ দেওয়া হবে স্তোত্র। প্রতি বছর ২৯ জানুয়ারি দিল্লির বিজয় চকে প্রজাতন্ত্র দিবসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বিটিং রিট্রিটের পর Abide With Me দিয়েই প্রজাতন্ত্র দিবস শেষ হয়।

যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করতেই ব্যবহার করা হত Abide With Me। ১৮৪৭ সালে হেনরি ফ্রান্সিস লাইট এই গানটি লিখেছিলেন, সুর দিয়েছিলেন উইলিয়াম হেনরি মঙ্ক। গানটি পছন্দ করতেন মহাত্মা গান্ধীও। এ বছর বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের জন্য যে ২৫টি ধুনের তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে নেই Abide With Me। তার জায়গায় 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানটি দিয়েই এ বছরের বিটিং রিট্রিটের অনুষ্ঠান শেষ হবে।

এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৪৪টি ব্যাগলার, ১৬ জন ট্রাম্পেটার্স এবং ৭৫ জন ড্রামার সহ ৬টি ব্যান্ড থাকছে। অনুষ্ঠানে ২৬টি গানের ধুন বাজানো হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বায়ুসেনা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ পাচ্ছেন সিডিএস বিপিন রাওয়াত

নয়াদিল্লি: দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ প্রয়াত জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণ সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ২৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে। পদ্মবিভূষণ ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান। বলা হয়েছে, দেশের প্রতি অকুণ্ঠ পরিষেবার জন্য বিপিন রাওয়াতকে এই সম্মানে ভূষিত করা হবে।

জেনারেল রাওয়াত প্রায় ৪০ বছর ভারতীয় সেনায় কর্মরত ছিলেন। সেনা প্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। এর পর ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হন । তিনি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় দেশের প্রতিরক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, গতবছর ৮ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনার চপার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াত। এই চপার দুর্ঘটনায় মোট চপারের যাত্রী ১৪ জনই প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এ বছর ৩৪ জন মহিলা-সহ মোট ১৩০ জনকে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। তার মধ্যে চার জন পাচ্ছেন পদ্মবিভূষণ, ১৭ জন পদ্মভূষণ এবং ১০৭ জন পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন। এই সূচিতে নাম রয়েছে করোনার টিকা প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ এল্লা, সুচিত্রা এল্লা, সাইরাস পুনাওয়ালা, মাইক্রোসফটের ভারতীয় বংশোদ্ভুত সিইও সত্য

নাদেলা, অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই, অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারপার্সন থাকা নটরাজন চন্দ্রশেখরণ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি

কোভিডের আগে থেকেই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধীর হয়ে পড়েছিল। বিগত ৯ মাসে অর্থনীতিতে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার নয় শতাংশের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। করোনার তৃতীয় ঢেউ আগামী দুই মাসে সে রকম ক্ষতি না করলে আশা করা যায় যে, ভারতের জিডিপি তিন লক্ষ কোটি ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। সমস্যা হল, দেশের দু'বছর নষ্ট হল এমন একটা সময়ে, আর্থিক বৃদ্ধির হার ৯-১০ শতাংশ থাকা উচিত ছিল। লক্ষ্য ছিল ২০২৫ সালে ভারত পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি হয়ে উঠবে, সেই সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু যদি আগামী চার বছর ৮ শতাংশ হারে আর্থিক বৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে ২০২৫ সালে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে।

তবে এখনো ভারতের অর্থনীতিতে চাহিদার ঘাটতি আছে। সাধারণ মানুষের কাছে টাকা নেই। করোনায় তাদের সঞ্চয় করা টাকা শেষ হয়ে গেছে বলে মনে তার কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করছে। মানুষের হাতে টাকা দিলেও তাঁরা সে রকম খরচ করছেন না, ফলে চাহিদার সমস্যা মিটছে না।

অর্থমন্ত্রী ২০২০ সালে ২০২৫ পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়ে প্রায় দু'লক্ষ কোটি ডলারের জাতীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করেন। মোট ৯১৯৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২৪২৫টির কাজ চলছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন যেমন কর্মসংস্থান ও চাহিদা বাড়ায়, তেমনই বাজারের কার্যক্ষমতাকে বাড়াতে সাহায্য করে। এতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও চাহিদা বাড়াবে। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান অবস্থায় অর্থ বিলি নয় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে টাকা পৌঁছে দেওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত। সেই দিকেই ভারতের আগামি বাজেটে সবার চোখ থাকবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

আলোকিত স্মৃতি

- নির্মাল্য ঘোষ

জানে শুধু এ শহর আর আমার ব্যর্থতা
আজও আমি বহন করি মেকি সুখের নিঃস্বতা।

বিষাদের আল্পনায় আর ভ্রান্ত জল্পনায় ছেয়ে গেছে হৃদয়পুর,
মনপাড়ার কার্ণিসে ভাসে তেতো ওষুধের মতো তিক্ত সূর।

বাসি বিছানায় লেপ্টে থাকা সেই দুর্বোধ্য রাতের কাহিনী,
না চাইতেও ভেসে ওঠে, মৃত জোনাকির অবয়বখানি।

নিঃশব্দে জমতে থাকা চিঠির বোঝা আজ বড্ড ভারী,
স্মৃতির অতলে তোমার দীর্ঘশ্বাসে দেখো আজো ডুবে মরি।

অন্ধ মোহে তুমি দেখোনি সেদিন ঠোঁটের কুণ্ঠাহীন অস্থিরতা,
জোনাকির গানে মুগ্ধ তুমিও লক্ষ্য করোনি আমার মৌনতা।

আজ মেঘের গায়ে মেঘ জমেছে নীরবতায় বাড়ছে বিষন্নতা,
ভালোবাসা মরেনি তবুও, তুমি আজও আমার অন্দরের কবিতা।

ঘাসফুলের মতো তারাদের ভিড়ে হারিয়ে গেছি আমিও,
দৃষ্টির অগোচরে বিষন্ন অপেক্ষারা অপেক্ষারত আজও।

থমকে গেছে জীবন খানিক অবহেলার দীর্ঘশ্বাসে,
তুমিও আছো আমিও আছি বিষন্নতা, সূর আর বিচ্ছেদে
মিলেমিশে।

প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতে বেশ্যা ও গণিকাদের কথা (পর্ব- ২)

....সান্তোষ কুমার দে সরকার

এই চৌষট্টি কলা বলতে যে তালিকা পাওয়া যায় তার অন্তর্ভুক্ত ছিল সঙ্গীত ও নৃত্য, তার সংগে অভিনয়, বিনা প্রস্তুতিতে মুখে মুখে কবিতা রচনা, এছাড়া সময় নিয়ে প্রস্তুত হয়ে কবিতা রচনা, ফুল দিয়ে ঘর সাজানো, মালা গাঁথা, সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রসাদনের সামগ্রী প্রস্তুত করা, রন্ধন বিদ্যা, পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরি করতে পারা, সূচী শিল্প, ডাকিনীবিদ্যা, ইন্দ্রজাল ও হস্ত কৌশল, ধাঁধা তৈরি করার ক্ষমতা,এমন বাক্য রচনা, যা উচ্চারণ করতে গেলে আটকে যাবার বা গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা, অসিচালনা, লাঠি খেলা, ধনুর্বিদ্যা, ব্যায়াম কৌশল, ছুতোরের কাজ, স্থাপত্যবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, রসায়ন ও খনিজতত্ত্ব, উদ্যান রচনা, মোরগের লড়াই, তিতির পাখির লড়াই, ও ভেড়ার লড়াই শেখানো, টিয়া ও ময়নাকে কথা বলা শেখানো, নকল ফুল ও মাটির মূর্তি তৈরি করা।

গণিকারা প্রকৃতপক্ষে এই উদ্ভট তালিকার অন্তর্ভুক্ত এতগুলি বিষয় যে শিখতো তা সম্ভব বলে মনে হয় না। তবে এই তালিকা থেকে বোঝা যায় কি কি তাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। তাদের জীবিকার পক্ষে উপযোগী এইসব বিদ্যার যতগুলি সম্ভব আয়ত্ত করতে পারলে তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হ'তো তাতে সন্দেহ নেই।

'কামসূত্র' থেকে জানা যায়, রাজপ্রাসাদে দুই প্রকার বেশ্যা থাকত - (১) আভ্যন্তরীকা ও (২) নাটকীয়া। আভ্যন্তরীকা বেশ্যা গণের পৃথক অন্তঃপুর থাকত, তারা পুরুষ দিগের নয়ন পথের অন্তঃরালে অবস্থান করত। নাটকীয়ারা অভিনয়ে নিপুনা এবং সকলের দর্শনযোগ্যা, এদেরও অন্তঃপুর থাকত তবে তা আভ্যন্তরীকা বেশ্যাদের বহির্ভাগে থাকত।

কৌটিল্যের 'অর্থ শাস্ত্র ' থেকে গণিকাদের জীবন যাপনের একটা বিবরণ পাওয়া যায়। "মৌর্যযুগ বা তাহার অনেক পূর্ব হইতে গণিকাগণ রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহাদের রক্ষা শিক্ষা ও প্রতিপালনের ভার রাজার উপরেই থাকিত।" গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে রচিত " ভারত বর্ষের ইতিহাস " গ্রন্থে উল্লেখ আছে সমাজে বহু ধরনের গণিকা ছিল। এক ধরনের গণিকারা ছিলেন নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী। সমাজে তাঁদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। এঁদের সামাজিক অবস্থান ছিল প্রাচীন অ্যাথেন্সের হেটোরিদের মতো। ' বিনয়পিটক থেকে জানা যায়, জনৈক বণিকের অনুরোধে মগধরাজ (ক্রমশঃ)

***

গল্প

দুষ্টুমির আদ্যশ্রাদ্ধ

....বরুণ দাস

স্কুল পাশ করা ছেলেগুলো কলেজে উঠেছে। সেই কোন কালে মধুবাবু মানে মধুসূদন বর্মন পাড়ায় ক্লাবটা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলো, উনি তো এপাড়ার লোক নন। উচ্চশিক্ষিত লোক, কারখানার কাজের অবসরে সমাজ সেবা করে বেড়াতেন। সেই সুবাদেই এ পাড়ায় নবারুন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । উনি মহৎ উদ্দেশ্যে করে ছিলেন। পাড়ার মানুষের আপদে বিপদে সবাই সবার পাশে থাকার একটা প্রবণতা থাকে, সে জন্য ক্লাব গড়ে ছিলেন। উনি তো ইহজগত বেশ কয়েকবছর আগে ছেড়েছেন,তবে তার ক্লাব স্বমহিমায় আছে।

তরুন প্রজন্মের প্রচেষ্টায় নবারুন ক্লাব দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু দুষ্টুমিতে কম যায়না। নবারুন ক্লাবে তপন, গৌতম, রাজীব, অরুন, গোকুল ছাড়াও অরো অনেক সদস্য আছে। প্রত্যেকেই বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলে। খেলার শেষে পাড়ার কালভার্টের এসে বসে। তখনই তাদের মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধির উদয় হয়। রামহরি বাবু তার বাগানের পেয়ারা কোন দিনই খেতে পান না। দুপুরে নয়তো একটু রাতের দিকে তার বাগানে ক্লাব হাজির। সব পেয়ারা তুলে এনে ক্লাবে রাখা হয়। সব সদস্যই খাবার সুযোগ পায়। এমনও হয়েছে, রামহরি বাবুর ছেলে মানস, সেও ভাগ পেয়েছে। সন্দেহ জাগতেই সেও প্রশ্ন তুলেছে, 'কিরে গোকুল এ পেয়ারা মনে হচ্ছে আমাদের গাছের।' গোকুলের উত্তর, সবার যেমন দেয়,একই ধাচের,' কি যে বলিসনা, তোর গাছের পেয়ারার মতন পেয়ারা কি অন্য গাছে হতে পারেনা। এতো শেষের লাইনের সুমনদের গাছের পেয়ারা।' এভাবেই তাদের প্রতি ঘণ্টায় কিছু না কিছু দুষ্টুমি ছিলো, সেটা নির্ঝঞ্ঝাটে মিটে যেতো।

পাড়ার দেবাশীষদা, ভীষণ নিরীহ গোবেচারা মার্কা ছেলে। চার বোনের এক ভাই।বাড়ীতে সবাই আতুতুতু করে রাখে, ক্লাবে যায়না। ক্লাবের সব ছেলের সাথে মেশেনা। সেজন্য সে ক্লাবের ছেলেদের সুনজরে ছিলনা। স্কুলে পড়ার সময়েও ওর দিদিরা ওকে পৌছে দিতো। হাই স্কুলে পড়ার সময় একাই যেতো, তবে মাঝে মাঝে তপনের সঙ্গ নিতো। ক্লাবের সেক্রেটারি অরুনদা অনেকবার দেবাশীষকে বলে ছিলো, ক্লাবের সদস্য হয়ে যেতে, কিন্তু হয়নি। দেবাশীষের একটাই উত্তর,' তোরা বদমাইশি করবি আর আমাকে ফাঁসিয়ে দিবি। তোদের আমি চিনিনা।' এসবের জন্য দেবাশীষের পিছনে ঐ ক্লাবের সদস্যরা মজা করে অনেক কিছু বলতো। কিন্তু ও তো কিছু বলতোনা , তাই ঝগড়াও হতোনা।

এ শহর ঘিরে কোলিয়ারি আর কোলিয়ারি। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম পড়ে। পাড়ার মানুষ তাদের ডেরা গুলিতে আর শুতে পারে না। অধিকাংশ ছেলেরা গরম কালে বাইরে ফোল্ডিং কটে ঘুমোয়। অনেকেই আবার ফোল্ডিং কট নিয়ে খোলা যায়গায় বা রাস্তার পাশে ঘুমোয়। শান্তিতে ঘুমোতে পারে। দেবাশীষদার ভীষণ ভয়, ওদের বাড়ীর কেউ বাইরে ঘুমোয় না। পাড়ার সবাইকে দেখে, দেবাশীষদার ভীষণ ইচ্ছে, রাস্তার পাশে ফোল্ডিং কটের উপর ঘুমানো। বাড়ীর লোকেরা ওকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সে বাড়ীতে মা বাবা দিদিদের কাছে অনেক জোরাজুরি করাতে গত তিন দিন ধরে দেবাশীষদা রাস্তার পাশে ফোল্ডিং কট পেতে ঘুমোয়। এ খবরটা ওদের পাশের বাড়ীর ছেলে ফুকুনের মাধ্যমে ক্লাবে চাউর হয়ে গেল।

পরের দিন ফুটবল খেলা শেষে, কালভার্টে বসে আড্ডার সময় ঠিক হয়ে যায় – আজ রাতে বারটার সময়,আশুপিছু হতে পারে , ক্লাবের চার জন মিলে ফোল্ডিং কট সহ দেবাশীষকে তুলে বড় রাস্তার পাশে যে মাঠটা আছে, সেখানে রেখে আসা হবে। কোন চারজন একাজ করবে তাও বলে দেওয়া হলো। পরিকল্পনা মতো ক্লাবের ছেলেরা রাত বারোটা নাগাদ দেবাশীষদাকে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে ফিরে এলো। ঐ জায়গাটা পাড়ার থেকে একটু দূরে, ফাঁকা জায়গা। ঐ অঞ্চলে খুব একটা জনবসতি ছিলনা। ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ে যাবার সময় দেবাশীষের ঘুম ভাঙ্গেনি। কাজটা খুব সন্তর্পনে করেছিলো।

ভোরবেলায় পাড়ার লোকেরা খুব ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। ঘড়ির কাটায় সকাল সাড়ে ছটা বাজলেই কারখানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। এর মধ্যে দেখা গেলো, দেবাশীষের বাড়ীর সামনে জটলা। দেবাশীষের মা দিদিরা কান্নাকাটি করছে। পাড়ার লোকেরা জানতে পারে যে দেবাশীষকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে সে ফোল্ডিং কট নিয়ে রাস্তার পাশে শুয়ে ছিলো। কারখানার যাত্রীরা বড় রাস্তার একটা ফোল্ডিং কট পড়ে থাকতে দেখে। তারা এসে দেবাশীষের বাড়ীতে খবর দিয়ে গেছে। বাড়ীর লোকেরা সেখানে গিয়ে তাদের ফোল্ডিং কটটা সনাক্ত করলো। এবার তো ওদের বাড়ীতে আরো কান্নার রোল পড়ে গেলো। আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শী এসে দেবাশীষদার মা দিদিকে সান্তনা দিতে লাগলো। পাড়ার কিছু লোক ও দেবাশীষদার আত্মীয়স্বজন, দেবাশীষদার বাবাকে নিয়ে থানায় গেলো।

এ শহরের থানা নবারুণ ক্লাব বেষ্টিত পাড়াগুলো থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে। দেবাশীষদার বাবা পুলিসে ডাইরি করলো। পুলিস দেবাশীষদার সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর নিলো। যেগুলো তাদের এক্তিয়ারে পড়ে। থানার বড়বাবু বলল,' দেখুন যারা আমাদের নাইট পেট্রোলিংয়ে ছিলো, তারা বাড়ী চলে গেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিচ্ছি। তারপরে আপনাদের বাড়ী যাবো। বাড়ীর ঠিকানাটা ঠিক করে লিখেছেন তো।' বড়বাবুর কথা মতো সকলেই বাড়ী ফিরে এলো।

ঘণ্টা দুয়েক পর বড়বাবু আর দুজন কন্সটেবল সহ দেবাশীষের বাড়ীতে এলো। পুলিসের গাড়ী দেখে পাড়ার লোকেরা তাদের বাড়ীর কাছে জমায়েত করলো। বড়বাবু বাড়ীর ও পাড়ার সকলের সামনেই বললো,' দেখুন আমার লোকেরা যখন রাতে পেট্রোলিং এ ছিলো, সেই সময় আপনাদের ঐ বড় রাস্তার পাশে, খাটিয়ায় কটের উপরে একজনকে গোঙাতে দেখতে পেয়েছিলো। তখন তারা গোঙানির আওয়াজ শুনে গাড়ী থামিয়ে কটের কাছে গিয়ে দেখে একজন কাঁপছে আর গোঙ্গাচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে তারা ছেলেটিকে তুলে সোজা ধানবাদে রাজ্য সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরা তো আর রাস্তায় পরে থাকা লোককে আপনাদের কারখানার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারিনা। ওখানে ছেলেটিকে ভর্তি করা হয়েছে।এই চিরকুটটায় বেড আর ওয়ার্ডের নম্বর লেখা আছে। হাসপাতালে এমার্জেন্সিতে গিয়ে আমাদের পুলিস স্টেশানের কথা বললেই কোথায় ভর্তি আছে বলে দেবে। হাসপাতাল থেকে বলেছিলো,আজ বিকেলে বা কাল সকালে ছেড়ে দিতে পারে । এবার দেখুন গিয়ে, ডাক্তারবাবুরা কি বলে। আপনাদের একবার ধানবাদ গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কাল দুপুরে এসে আপনার ছেলের সাথে কথা বলে কে বা কারা তাকে তুলে নিয়ে মাঠে রেখে এসেছিলো তার তদন্ত করবো।'

দারোগা বাবু বেরিয়ে যেতেই পাড়ায় হুলুস্থুলু পড়ে গেল। কার ছেলেরা একান্ড করেছে। পুলিস তো ছাড়বেনা। সবকটাকে ধরে নিয়ে যাবে। বিকেল হতেই দুই মেয়েকে নিয়ে সরকারবাবু মানে দেবাশীষের বাবা ধানবাদ হাসপাতালে গেলো। রাত আটটা নাগাদ বাড়ীতে ফিরলো। পাড়ার সবাই এসে একবার দেবাশীষদাকে দেখে গেল। ক্লাবের ছেলেরা তো ভয়ে অস্থির। গোকুলকে সবাই গালাগালি করতে লাগলো। অসিত তো বললো,' তুই প্রথম শুরু করেছিলি, যে দেবাশীষটাকে আজ রাতে মাঠে রেখে আসবো। তারপর তো আমরা তোর সাথে যোগ দিলাম।' অনুপদা ক্লাবের সেক্রেটারি একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বললো, 'বড় বাবুর সঙ্গে কথা বলে দেখি কি করা যায়। দেখলি তো হাসি মশকরা সব ভালো। কিন্তু একটা সীমার মধ্যে। ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, কত কি হয়ে গেল। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ যেন কেউ না করে। ছোট্ট ব্যাপারটা সাতকাহন হয়ে গেল। এখন দেখি দেবাশীষের বাবা পুলিসকে কি বলে।'

পরের দিন বড়বাবু চারজন কনস্টেবল নিয়ে ভ্যানে করে এলো। আসামীদের ধরে নিয়ে যাবে। তারা এসে দেবাশীষদার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানলো। পুলিশ বুঝতে পারলো – এব্যাপারটা নবারুন ক্লাবের ছেলেদের কাজ। পুলিশ আসতেই অনুপদাও দেবাশীষদার বাড়ীর সামনে দাড়ালো। দেবাশীষদার বাবাকে বড়বাবু বললো,' ক্লাবের কয়েকটা ছেলের নাম বলুন, ভ্যান এনেছি, ধরে নিয়ে চলে যাবো। সবাই দেখলো , দেবাশীষের বাবা করজোরে বললো,' দারোগাবাবু, এ কাজটা করবেন না। ওরা আমার পাড়ারই ছেলে, আমার ছেলেরই মতো।' বড়বাবু বললেন,' ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন আর কেস কিছু করছিনা। এই পাতাটায় হস্তাক্ষর করে দিন। কেসটা ডিসমিস হয়ে যাবে।'

বড়বাবু তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। অনুপদা গিয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে দেবাশিষের বাবার কাছে ক্ষমা চাইল, বললো ' কাকু, আপনার মহাণতা আমাদের অনেক শিক্ষা দিল। চিরকাল এ কথা ক্লাবের সকল সদস্য মনে রাখবে।'

দক্ষিণী ও বাঙালি রীতিতে সাতপাকে বাঁধা পরলেন মৌনী

কোচবহার: অবশেষে গোয়ার সমুদ্রসৈকতে এক পাঁচতারা হোটেলে দীর্ঘদিনের বন্ধু সুরজ নাম্বিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন কোচবহারের মেয়ে মৌনী রায়। গোয়ায় এদিন তথা ২৭ জানুয়ারি সকালে দক্ষিণী এবং বিকেলে বাঙালি রীতি মেনে সুরজের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন মৌনী।

বলাবাহুল্য বিয়ে উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই গোয়ার পাঁচতারা হোটেলে অতিথি-অভ্যাগতদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। করোনা বিধি মেনে নিমন্ত্রীতদের তালিকায় কাটছাঁট করা হলেও ১০০ থেকে ১৫০জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন এই হাই প্রোফাইল বিয়েতে। মৌনীর চল্লিশ জন বন্ধুবান্ধব সহ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন মন্দিরা বেদী, অর্জুন বিজলানী সহ আরও অনেকে। মাধুরী দিক্ষিত সহ বলিউডের আরও অনেক সেলেব্রিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এদিকে বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গলবার তথা ২৫ জানুয়ারি মদনমোহন বাড়িতে পূজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে মৌনীর পরিবার গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরিবারের তরফে মৌনীর মা মুক্তি রায় সহ ভাই মুখর, মামাতো দাদা বিদ্যুৎ রায়সরকার ও তাঁর স্ত্রী ভাস্বতী সহ ১৫-১৬ জন বিয়েতে উপস্থিত

ছিলেন। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় ২৫ জানুয়ারি সকাল থেকেই মদনমোহন বাড়িতে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। বিয়ের বেনারসি সহ তত্ব হিসেবে শশ্বরবাড়ির জন্য ১০-১২ রকমের শাড়ি ও গয়না সবই কোচবিহার থেকে পাঠানো হয়।

বুধবার তথা ২৭ জানুয়ারি সকালে গায় হলুদ ও মেহেন্দির অনুষ্ঠান ছিল। আর বিকেলে ছিল ফটোশুট। এদিন লাল-সাদা শাড়ী ও সোনার গহনায় দক্ষিণী সাজে সজ্জিত মৌনীর উপর থেকে আক্ষরিক অর্থেই চোখ সরানো যাচ্ছিলনা। তাঁর সাথে সমান তালে পাল্লা দিচ্ছিলেন ঘিয়ে রঙয়ের কুর্তা-পাজামা পরিহিত সুরজ। এদিন সকাল পৌনে নয়টা থেকে আধ ঘণ্টা ধরে দক্ষিণী মতে মৌনীর বিয়ে হয়। লাঞ্চে অতিথিদের জন্য ছিল দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন পদ। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ শুরু হয় বাঙালী মতে বিয়ে। কাকু উদয়চন্দ্র রায় মৌনীকে সম্প্রদান করেন। লাল পেড়ে শাড়ি ও চকলেট রঙের কুর্তায় বাঙালী জামাই সুরজকেও দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডিনারে অথাতিদের জন্য ছিল ঝরঝরে সাদা ভাত, ডাল, পাপড়, মিক্সড ফ্রাই, চিকেন কারি, মটন কষা সহ নানা ধরনের মিষ্টি।

বলিউডে বডি ট্র্যাকিং আর্টিস্টদের মধ্যে অন্যতম মালের অভিজয়

মালবাজার: মৌনী রায়ের পর এবার অভিজয় রায়। বর্তমানে বলিউডে বডি ট্র্যাকিং আর্টিস্ট হিসেবে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন মালবাজারের অভিজয়।মাল শহরের দক্ষিণ কলোনির বাসিন্দা অভিজয় ইতিমধ্যে সলমান খান অভিনীত অন্তিমে বডি ট্র্যাকিং আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও নেটফ্লিক্স ও অ্যামাজন প্রাইমের মত নামকরা ওটিটি প্লাটফর্মে সরাসরি মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকটি সিনেমাতেও বডি ট্র্যাকিং আর্টিস্টের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি।

বাবা সুভাষ রায় এখনও মাল শহরের সুভাষ মোড়ে পারিবারিক ফটো স্টুডিও চালান। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মালবাজারের একটি সংস্থায় কাজের ফাঁকেই ভিজুয়াল এফেক্টেস, থ্রিডি অ্যানিমেশনের মত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চা করতে থাকেন তিনি। এরপর কলকাতার একটি সংস্থায় এই থ্রিডি অ্যানিমেশন নিয়ে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। সেখান থেকেই ২০১৯

সালে মুম্বই পাড়ি দেন তিনি। বর্তমানে সেখানে একটি ভিজুয়াল এফেক্টেস সংস্থায় কাজ করেন তিনি।

এই বডি ট্র্যাকিং হল মানুষ বা প্রাণীর দ্বিমাত্রিক ভিডিওকে সফটওয়্যারের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক তথা রূপ দেওয়া। শুটিং-এর সময় এই বডি ট্র্যাকিং-র সাহায্য নেওয়া হয়। অন্তিম ছাড়াও অভিজয় যেসব ছবিতে কাজ করেছে সেগুলি হল- অমিতাভ বচ্চন ও ইমরান হাসমি অভিনীত চেহরে, হলিউড সিনেমা সুইট গার্ল, সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত চিনা ছবি দ্য ব্যাটেল অ্যাট লেক চ্যাংজিং প্রভৃতি।

প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজপথে বাঁশি বাজাবেন শিলিগুড়ির সৌম্যজোতি

শিলিগুড়ি: প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজপথে অনুষ্ঠিত প্যারেডের এবারের মুল আকর্ষণ হল স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রক আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান বন্দেমাতরম। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় পাঁচ শতাধিক নৃত্য শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিচালনা দায়িত্বে রয়েছেন গ্র্যামি পুরস্কারপ্রাপ্ত রিকি কেজ। শিলিগুড়ির বিখ্যাত বংশীবাদক সৌম্যজিত ঘোষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে ১৫ মিনিটের ওই অনুষ্ঠানে শামিল হচ্ছেন। সৌম্যজিত জানান, এটা তাঁর কাছে একটা বিরাট পাওনা। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যন্ত্রশিল্পী হিসেবে আমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি উদ্যোক্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন ছবিতে সংগীত পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গেতো বটেই গোটা দেশে একজন প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন সৌম্যজিত। উল্লেখ্য ১৯৯৬ সালে বাসন্তী পুজোর মেলায় কেনা বাঁশি দিয়ে বাজানো শুরু করেন তিনি। এরপর খ্যাতনামা বাঁশিবাদক সুদীপ চট্টপাধায়ের কাছে তালিম নেওয়া শুরু করেন। পড়া শেষ করে চাকরি তারপর পদোন্নতি হলেও শেষমেষ বাঁশির টানেই কলকাতায় পাড়ি জমান তিনি। সেখানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে প্রশিক্ষণ। কলকাতায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, ওস্তাদ রশিদ খান, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, সোনু নিগম, অলকা ইয়াগনিকের মত বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে বাঁশি বাজানোর সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির এই যুবক। বলাবাহুল্য বর্তমান রাষ্ট্রপতি রমানাথ কোবিন্দের সামনেও বাঁশি বাজানোর সুযোগ হয়েছিল সৌম্যজিতের।

বাঁশিবাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে গয়নার বাক্স, চিলেকোঠা, ওপেন টি বায়স্কোপ সহ প্রায় ৫০টিরও বেশি ছবিতে বাঁশি বাজিয়েছেন সৌম্যজিত। এছাড়াও প্রচুর বাংলা সিরিয়ালেও তাঁর বাঁশির সুর বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু দেশেই নয় প্যারিস, আমেরিকা, জার্মানি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাঁশি বাজিয়ে উত্তরবঙ্গকে গর্বিত করে চলেছেন সৌম্যজিত।

ইসালে সওয়াব উপলক্ষে হুজুর সাহেবের মেলার প্রস্তুতি শুরু

হলদিবাড়ি: প্রতি বছর ফ্লাগুন মাসের ৫ ও ৬ তারিখে হুজুর সাহেবের বার্ষিক ইসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু করোনার বাড়বাড়ন্তে ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। হাতেগোনা কয়েকটা দিন থাকায় একপ্রকার দুশ্চিন্তা নিয়েই ইসালে সওয়াব কমিটির কর্মকর্তারা মেলার আয়োজন শুরু করে দেয়। প্রচারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় পোস্টার ও ব্যানার লাগানো হয়েছে। কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে মেলার প্রস্তুতির জন্য এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়ে গিয়েছে।

ফাইল চিত্র

এরই মধ্যে ২৩ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে খোলা মাঠে মেলার অনুমতি দেওয়ায় দুশ্চিন্তা কাটিয়ে রীতিমত খুশি ইসালে সওয়াব কমিটি থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। হলদিবাড়ির বিডিও তাপসী সাহা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে সরকারি নির্দেশ হাতে আসেনি তাই এখনই এবিষয় কোনও মন্তব্য করা যাবেনা।

হলদিবাড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত হুজুরের মাজার প্রাঙ্গণের প্রায় ৩৩ বিঘা জমির উপর এঈ মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবছরই সেখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় তিন হাজার ব্যবসায়ী দোকান দেন। দুইদিনব্যাপী এই মেলায় কয়েক লক্ষ্য পুণ্যার্থী যোগ দেন। কিন্তু গত বছর থেকে করোনার কাড়নে এই ছবিটা বদলে গেছে। মেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক জালালউদ্দীন সরকার জানান, কমিটির প্রায় ১৫ লক্ষ্য টাকা ক্ষতি হয়েছে। এবছর আগের মতো মেলার আয়োজন করা হলে গত দুই বছরের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাবে।

১৫০০ গান লিখেও প্রচারের আলোর বাইরে বরদাপ্রসাদ

মেখলিগঞ্জ: মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামলদহের একটি ছোট্ট বাড়িতে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছিলেন সাদা ধবধবে চুলের তিরাশি বছরের অশিতীপর বৃদ্ধ বরদাপ্রসাদ বর্মন। তিনি নিজেই গান লেখেন এবং সুর দেন। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল শিল্পীর জন্ম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানের রংপুরে। ১৯৬৬ সালে তাঁরা সপরিবারে ভারতে চলে আসেন। প্রথমদিকে তাঁরা মাথাভাঙ্গার নয়ারহাটে বাস করলেও বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে থাকেন জামলদহে। তিন মেয়ের বিয়ে হয়েগেছে। ছেলে ও বৌমা কর্ম সূত্রে বাইরে থাকেন।বরদা প্রসাদের দাদা স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ বর্মন প্রখ্যাত লেখক ও শিল্পী ছিলেন। দাদার কাছ থেকেই গান শিখেছেন তিনি।

দুই ভাই ১৯৭৮ সালের আকাশবাণীর কার্শিয়াং কেন্দ্রে গিয়ে বি গ্রেড এবং পরে বি হাই গ্রেডের শিল্পী হন। এরপর ২০১৩ সালে বরদাপ্রসাদ প্রথমে আকাশবাণী অডিশন বোর্ডের সদস্য ও পরে আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্রের বিচারক হন। এছাড়াও তিনি দূরদর্শনে স্বরচিত আগমনী সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। বর্তমানে তিনি বাড়িতেই সঙ্গীত চর্চা করেন এবং সেইসঙ্গে এলাকার বেশ কয়েকজন খুদেদের গান শেখান। বরদাপ্রসাদ জানান, ১,৫০০-এরও বেশি ভাওয়াইয়া গান ও

কৃষ্ণ ভক্তিগীতি লিখেছেন তিনি। এছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারমূলক গান থেকে বিভিন্ন দলের প্রচারের গানও লিখেছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত ১,৫০০-র বেশি গান লিখলেও সেরকম ভাবে প্রচার ও স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু গানের নেশায় মগ্ন বরদাপ্রসাদ এসব ব্যাপার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে চান না। তাঁর কথায় আমি গান লিখতে ও গাইতে ভালোবাসি কোন পুরস্কারের আশায় লিখিনা।

বরদাপ্রসাদ সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির গবেষক তথা মুক্তচিন্তা সাহিত্য অনুশীলন কেন্দ্রের কর্ণধার শচীমোহন বর্মণ বলেন, প্রকৃত অর্থেই বরদাপ্রসাদ উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার রত্ন। রাজ্য সরকার সহ কেন্দ্রীয় সরকার যদি স্বীকৃতিস্বরূপ কোন পুরস্কার দেয় তাহলে শিল্পীর মর্যাদা আরও বাড়বে। সেইসাথে ভাওয়াইয়া গান সহ লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব আরও বাড়বে।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের নিউ ক্যামরি হাইব্রিড

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর এবার নিয়ে এলো একেবারে নতুন গাড়ি – নিউ ক্যামরি হাইব্রিড। শুধু ডিজাইনে পরিবর্তন নয়, এই সিডানে দেখা যাবে পাওয়ার, লাক্সারি, স্টাইল, এলিগ্যান্স ও ইন্টেলিজেন্সের সমাহার।

গাড়ির বহির্ভাগে থাকা নতুন ডিজাইনের ফ্রন্ট বাম্পার, গ্রিল ও অ্যালয় হুইলে ক্যামরি হাইব্রিডের বোল্ড ও সফিস্টিকেটেড লুক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ইন্টেরিয়রের ডিজাইনেও বদল আনা হয়েছে। রয়েছে 'ফ্লোটিং টাইপ' বড়মাপের ৯-ইঞ্চি ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম, যা অ্যান্ড্রয়েড অটো ও অ্যাপল কারপ্লে'র সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

এই সেলফ-চার্জিং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক সিডান এখন পাওয়া যাচ্ছে মেটাল স্ট্রিম মেটালিক এক্সটেরিয়র কলারে, সেইসঙ্গে আগের কলারগুলি তো রয়েছেই – প্লাটিনাম হোয়াইট পার্ল, সিলভার মেটালিক, গ্রাফাইট মেটালিক, রেড মাইকা, অ্যাটিচ্যুড ব্ল্যাক ও বার্নিং ব্ল্যাক। ভেহিকেলটি চলবে ২.৫ লিটার, ৪-সিলিন্ডার গ্যাসোলিন হাইব্রিড ডায়নামিক ফোর্স ইঞ্জিনে, যার সঙ্গে থাকছে পাওয়ারফুল মোটর জেনারেটর। গ্রাহকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো তিনটি ড্রাইভিং মোড থেকে একটি বেছে নিতে পারেন – স্পোর্ট, ইকো ও নর্মাল। নিউ ক্যামরি হাইব্রিডে একগুচ্ছ অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ সেফটি সিস্টেম রাখা হয়েছে। এর ব্যাটারির সঙ্গে রয়েছে ৮ বছরের অথবা ১,৬০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি। নিউ টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিডের বুকিং চলছে।

স্যানি ইন্ডিয়ার বৃহত্তম ক্রলার ক্রেন

কলকাতা: স্যানি ইন্ডিয়া, দ্বারকেশ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কাছে দেশের প্রথম ৮০০ টন উত্তোলন ক্ষমতার ক্রলার ক্রেন হস্তান্তর করেছে। স্যানিএসসিসি৮০০০এ হল ভারতের সবথেকে বড় ক্রলার ক্রেন যার ডিজাইন এবং নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা দ্বারকেশ পরিবহন দ্বারা বায়ু টারবাইন স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দ্বারকেশ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের মালিক, শ্রী রাজেন্দ্র দ্বিবেদী, শ্রী দীপল দ্বিবেদী, শ্রী রোমল দ্বিবেদী এবং তাদের পরিবার এবং স্যানি ইন্ডিয়া থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শ্রী দীপক গর্গ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আরো অনেকে।

স্যানি এসসিসি৮০০০এ হল একটি ৮০০-টন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রলার ক্রেন। এটি বায়ু শক্তি প্রয়োগের জন্য ১৬৮+১২ মিটার পর্যন্ত কনফিগার করা যেতে পারে যা ভারতে সমস্ত বায়ু টারবাইন ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তাগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম। এসসিসি৮০০০এ ক্রলার ক্রেন বর্তমানে গুজরাটের কচ্ছে একটি বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনুষ্ঠান সম্পর্কে স্যানি ইন্ডিয়া এবং সাউথ এশিয়া-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী দীপক গর্গ বলেছেন, "আমরা দ্বারকেশ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের সাথে একটি বিশেষ বন্ড শেয়ার করি। দ্বারকেশ পরিবহন ইতিমধ্যেই স্যানির ১৫টিরও বেশি ক্রেনের মালিক এবং ভারতের বৃহত্তম ক্রলার ক্রেনের গর্বিত মালিক হিসাবে আমরা তাদের সমস্ত উদ্যোগে সাফল্য কামনা করি এবং তাদের সাথে এই যাত্রায় নতুন মাইলফলক অর্জনের জন্য উন্মুখ"।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করল কেএল বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা: কেএল ডিমড-টু-বি ইউনিভার্সিটি ২৭, ২৮ ও ২৯ই জানুয়ারী ২০২২ তারিখে বিজয়ওয়াড়া এবং হায়দ্রাবাদ ক্যাম্পাসে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষা (কেএলইইই) পরিচালনা করবে। এছারাও বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০২১ সালের মেধা বৃত্তির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

৪০ বছরের শিক্ষার উত্তরাধিকারি কেএল ডিমড-টু-বি ইউনিভার্সিটি নতুন বিশেষত্ব সহ শিক্ষামূলক কোর্স চালু করেছে। কেএলইইই পরীক্ষা মেধাবী ছাত্রদের তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিতে সহায়তা করবে। পরীক্ষার সময়সূচী এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোর্সগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কেএল ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড.জি.পর্ধা সারধি ভার্মা বলেন, "আমাদের ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট হল আমাদের শিক্ষাবিদ্যার সাফল্যের একটি শক্তিশালী প্রতিফলন। আমাদের শিল্প-প্রস্তুত ছাত্ররা ইতিমধ্যেই সমস্ত শিল্পের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি থেকে ৪০০০ টিরও বেশি চাকরির অফার পেয়েছে।"

মাহিন্দ্রা'র গ্যারান্টি স্কিম 'গেট হায়েস্ট মাইলেজ অর গিভ ট্রাক ব্যাক'

শিলিগুড়ি: গ্রাহকদের জন্য এক অভিনব অফার নিয়ে এলো মাহিন্দ্রা গ্রুপের মাহিন্দ্রা ট্রাক অ্যান্ড বাস ডিভিশন (এমটিবি) - 'গেট হায়েস্ট মাইলেজ অর গিভ ট্রাক ব্যাক' গ্যারান্টি। মাহিন্দ্রার এই গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতির মুখ হবেন বলিউড সুপারস্টার অজয় দেবগণ। এই গ্যারান্টি প্রযোজ্য হবে মাহিন্দ্রার সকল বিএস৬ রেঞ্জের ট্রাকের ওপর – ব্লাজো এক্স হেভি, ফিউরিও ইন্টারমিডিয়েট, এবং লাইট কমার্সিয়াল ট্রাক ফিউরিও৭ ও যাও।

নতুন গ্যারান্টির প্রস্তাব গ্রাহকদের খুশি করবে এবং দেশের কমার্সিয়াল ভেহিকেল (সিভি) সেগমেন্টে বিশেষ অবদান রাখবে বলে মনে করে এমটিবি। কারণ, ট্রান্সপোর্টারদের অপারেটিং কস্টের মধ্যে সবথেকে বেশি হল জ্বালানি ব্যয় (৬০ শতাংশের অধিক) এবং মাহিন্দ্রা বিএস৬ ট্রাকের রেঞ্জ সেক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে।

মাহিন্দ্রার সকল ট্রাকের রেঞ্জের ওপরে প্রদত্ত 'গেট হায়েস্ট মাইলেজ অর গিভ ট্রাক ব্যাক' গ্যারান্টি লাইট, ইন্টারমিডিয়েট ও হেভি কমার্সিয়াল ভেহিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে এক বিশেষ ভূমিকা নেবে, এই আশা প্রকাশ করে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (অটোমোটিভ সেক্টর) বিজয় নাকরা বলেন, তাঁর মতে এই গ্যারান্টি ভারতের সিভি ইন্ডাস্ট্রিতে মাহিন্দ্রার অবস্থান আরও মজবুত করবে এবং মাহিন্দ্রার আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রোডাক্টের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড - ফ্লেক্সি-ক্যাপ পোর্টফোলিও যা ব্যবসার স্থায়িত্বে গুরুত্ব দেয়

শিলিগুড়ি: যে কোনও বিনিয়োগকারীর জন্যই সফল বিনিয়োগের প্রথম ধাপ হল, একটি বাস্তবসম্মত আর্থিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা। কোনও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল, তার সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা রেখে দীর্ঘমেয়াদী সর্বোত্তম ফলাফলের লক্ষ্য নির্ধারণ করা। স্বল্প-মেয়াদী থেকে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য মিউচুয়াল ফান্ডকে বিকল্প হিসাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্য পূরণে বিনিয়োগকারীরা একটি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের জন্য দেখতে পারেন। ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ড হল ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড যা বিভিন্ন বাজার মূলধন জুড়ে লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ বা স্মল-ক্যাপ ফান্ডের মতো কোম্পানির ইকুইটি সম্পদে মোট সম্পদের অন্তত ৬৫% বিনিয়োগ করে। ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড হল এই ক্ষেত্রের প্রাচীনতম (১৯৯২ সালে চালু করা) ফান্ডগুলির মধ্যে একটি যার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। তহবিলে একটি ১৭ লাখের বেশি বিনিয়োগকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত (৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে) ২৫,০০০ কোটি টাকার কর্পাস (সমস্ত বিনিয়োগকারীদের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্কিমে বিনিয়োগ করা মোট মূলধন) রয়েছে।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের বিনিয়োগ দর্শনটি গুণমান, বৃদ্ধি এবং মূল্যায়নের তিনটি স্তম্ভের উপর তৈরি। পোর্টফোলিও কৌশলটি এমন ব্যবসার উপর মনযোগ দেবে যেগুলি দীর্ঘ সময় ধরে শক্তিশালী বৃদ্ধি দেখানোর ক্ষমতা রাখে এবং দৃঢ় ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত হয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য মূলধন নিয়োগের উপর উচ্চ রিটার্ন (RoCE) বা ইক্যুইটির উপর রিটার্ন (RoE) বজায় রাখার জন্য গুণমানই একটি ব্যবসার প্রধান শক্তি। প্রকৃত অর্থে উচ্চ মানের ব্যবসা হল সেটাই যা তাদের শিল্প বা ক্ষেত্রের জন্য কঠিন সময়েও উচ্চ RoCE এবং RoE তৈরি করতে সক্ষম হয় এবং তার জন্যই তাদের মূলধন সর্বদা খরচের উপরে কাজ করে। সাধারণত, উচ্চ RoCE/RoE সহ একটি ব্যবসা শক্তিশালী নগদ-প্রবাহ তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং এই শক্তিশালী নগদ প্রবাহ অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎস হয়ে ওঠে।

ফান্ডের বিনিয়োগ দর্শনের শেষ স্তম্ভটি হল। একটি ভালো ব্যবসার প্রবেশ মূল্য হিসাবে মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই একটি স্টকে প্রবেশের পূর্বে এটিকে খুব সাবধানে অধ্যয়ন করা উচিত। যদিও প্রাইস টু আর্নিংস (P/E) মাল্টিপল একটি ব্যবসার মূল্যায়ন বোঝার জন্য ভাল সূচনা বিন্দু কিন্তু এটি এমন একটি মূল্যায়ন কৌশল যা ব্যাপকভাবে ভুল বোঝার জন্য অভিযুক্ত। প্রায়শই একটি উচ্চ RoCE এবং উচ্চ বৃদ্ধি যুক্ত ব্যবসার একটি উচ্চ P/E প্রাপ্য হয় এবং তারপরও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ হয় যারা পরবর্তী কয়েকটি মাসে কী অতিক্রম করবে তার ভিত্তিতে বিনিয়োগের বদলে ব্যবসার মূলনীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। তাই, P/I কে অপটিক্যালি দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে প্রত্যেকটি ব্যবসার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাবধানে অধ্যয়ন করতে হবে এবং তারপর তাদের প্রত্যেকের জন্য ন্যায্য মূল্যায়ন ব্যান্ড স্থাপন করতে হবে। বিনিয়োগের বৃদ্ধির শৈলী অনুসরণ করে পুঁজি বাজার মূলধনের ক্ষেত্র জুড়ে বিনিয়োগ করে। স্কিমের শীর্ষ দশে রয়েছে এলএন্ডটি ইনফোটেক লিমিটেড, বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ইনফোসিস লিমিটেড, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এইচডিএফসি লিমিটেড, Coforge Ltd., মাইন্ডট্রি লিমিটেড, এভিনিউ সুপারমার্টস লিমিটেড, এবং অ্যাস্ট্রাল লিমিটেড যারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত পোর্টফোলিওর কর্পাসের প্রায় ৪১% এর জন্য দায়ী।

ফিরে এলো অ্যামাজনের গ্রেট রিপাবলিক ডে সেল

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ইন্ডিয়ার বহুপ্রতীক্ষিত 'গ্রেট রিপাবলিক ডে সেল' শুরু হচ্ছে – ১৭ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রাইম মেম্বাররা ১৬ জানুয়ারি থেকে ২৪ ঘন্টার 'আর্লি অ্যাক্সেস'-এর সুবিধা পাবেন। এবারের সেল চলাকালীন বিক্রেতাদের হাজার হাজার পণ্যসামগ্রী থেকে নিজেদের পছন্দসই জিনিসপত্র কেনার সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা।

গ্রেট রিপাবলিক সেলের সময়ে এসবিআই ক্রেডিট কার্ড ও ইএমআই মারফৎ লেনদেনে গ্রাহকরা বাড়তি ১০ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবেন। এছাড়া, বাজাজ ফিনসার্ভ ইএমআই কার্ড, অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ক্রেডিট কার্ড, অ্যামাজন পে ল্যাটার এবং নির্বাচিত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড দ্বারা কেনাকাটায় নো-কস্ট ইএমআই-এর সুবিধা মিলবে। কেনাকাটার ক্ষেত্রে ইংরেজি ও ৮টি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহকরা। বিশাল সাশ্রয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে নামী মোবাইল ব্র্যান্ড, ফ্যাশন ব্র্যান্ড, বইপত্র, খেলনা ও গেমিং ব্র্যান্ড, বিউটি ব্র্যান্ড, ইলেক্ট্রনিক্স ব্র্যান্ড, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস ব্র্যান্ড, কিচেন ও স্পোর্টস ব্র্যান্ড, হোম ফার্নিচার ব্র্যান্ড, গ্রোসারি ও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সামগ্রীর ব্র্যান্ড, ইত্যাদিতে।

গ্রাহকরা দৈনিক কেনাকাটায় 'শপিং রিওয়ার্ডস' জিতে ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত বাঁচাতে পারবেন 'পে অ্যান্ড শপ রিওয়ার্ডস ফেস্টিভ্যালে'। এইসব রিওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে গ্রেট রিপাবলিক ডে সেল চলাকালীন। অ্যামাজন পে ল্যাটার-এর মাধ্যমে গ্রাহকরা ৬০,০০০ টাকা অবধি 'ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট'-এর সুবিধা নিতে পারবেন, যার অ্যাক্টিভেশনের সময়ে ১৫০ টাকা ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে। অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড দ্বারা কেনাকাটায় ৫ শতাংশ পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

হাওড়ায় এফএনপি-র কেক আউটলেট

হাওড়া: হাওড়ায় প্রথম আউটলেট খুলছে এফএনপি 'এন' মোর (ফার্নস এন পেটালের একটি ইউনিট)। পশ্চিমবঙ্গে এফএনপি-র এটি নবমতম কেক আউটলেট। এছাড়াও প্যান ইন্ডিয়াতে বর্তমানে এই বেকারি ব্র্যান্ডের ১৪৩টি খুচরা আউটলেট রয়েছে। খাদ্যের মান বজায় রাখতে এফএনপি কেক 'এন' মোর দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, লখনউ এবং মুম্বাইতে একটি বেস রান্নাঘর তৈরি করেছে। বলাবাহুল্য, এনপি কেক 'এন' মোর তার সিস্টার কনর্সান ফার্নস এন পেটালের মাধ্যমেও কেক বিক্রি করছে। ব্র্যান্ডটি একযোগে আন্তর্জাতিক স্তরে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং সিঙ্গাপুরেও কাজ করছে।

fnp Cakes 'n' more

শিবপুরে ১৩৮জিটি রোডের শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট ২৫০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এফএনপি কেক 'এন' মোর-র আউটলেটটিতে রয়েছে সব ধরনের ক্রিম কেক, ফন্ডেন্ট কেক, ড্রাই কেক, ফটো কেক এবং ডিজাইনার থিম কেক। এছাড়াও রয়েছে চকোলেট, স্ন্যাকস, বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু পানীয়ের একটি বিস্তৃত পরিসর। রিটেল অ্যান্ড ফ্র্যাঞ্চাইজ, ফার্নস এন পেটালের সিওও অনিল শর্মা বলেন, হাওড়ায় স্টোর চালু করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আগামী অর্থিক বছরে আরও ১০০টি আউটলেট খোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে কোম্পানির।

পুষ্টিবিদ নেহা রাঙলানির পরামর্শ

কলকাতা: ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম ব্যবস্থা মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর প্রভাব পড়েছে খাদ্যাভ্যাসেও। অনেকেই ঘনঘন রেডি-টু-ইট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে হজমের ব্যাঘাত ঘটছে এবং নানারকম রোগব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধছে। একথা সকলেই জানেন যে সুস্থ থাকার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য। ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কোচ ও নিউট্রিশনিস্ট নেহা রাঙলানি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখার জন্য তিনটি খাদ্যের নাম জানিয়েছেন। এগুলি হল আমন্ড, কমলা ও শসা। তাঁর মতে, প্রতিদিন এগুলি খেলে শরীর সুস্থ থাকবে ও ইমিউনিটি বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

একটি সমীক্ষায় জানা গেছে, যারা আমন্ডের মতো বাদাম নিয়মিত খান তাদের মধ্যে মৃত্যুহার অন্যদের তুলনায় ২০ শতাংশ কম। আমন্ডে রয়েছে ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, রাইবোফ্লেভিন, জিংক ইত্যাদি পুষ্টিকর উপাদান। কমলা কার্ডিওভাস্কুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। কমলায় রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা ইমিউনিটি বৃদ্ধি করে ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। শসা শরীরকে ভেতর থেকে আর্দ্র রাখে। এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন কে। কমলা ভিটামিন এ, বি, সি, ম্যাঙ্গানিজ, কপার ও পটাসিয়ামের উৎস, যা ইমিউন সিস্টেম রক্ষায় সহায়ক।

সোনির নতুন 'ট্রুলি ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস'

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া তাদের ১০০০এক্স সিরিজে নিয়ে এলো নতুন 'ট্রুলি ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস' - WF-1000XM4। এই ইয়ারবাডসে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি-লিডিং নয়েজ ক্যান্সেলিং ও অডিয়ো কোয়ালিটি। ১৬ জানুয়ারি থেকে WF-1000XM4 ইয়ারবাডস পাওয়া যাবে সকল সোনি রিটেল স্টোর (সোনি সেন্টার ও সোনি এক্সক্লুসিভ), www.ShopatSC.com পোর্টাল, প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর্স ও অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইটে। এর দাম ১৯,৯৯০ টাকা। এটি পাওয়া যাবে সিলভার ও ব্ল্যাক কলারে।

সোনির WF-1000XM4 ইয়ারবাডসে রয়েছে নতুন নয়েজ আইসোলেশন ইয়ারবাড টিপস, 'হাই-রেজোলিউশন অডিয়ো ওয়্যারলেস', প্রেসাইজ ভয়েস পিকআপ টেকনোলজি, ৩৬০ রিয়ালিটি অডিয়ো, অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন বা আইফোনের সঙ্গে সংযোগের সুবিধা, অ্যাডাপ্টিভ সাউন্ড কন্ট্রোল এবং অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের সঙ্গে সহজে ব্লুটুথ পেয়ারিংয়ের সুবিধা। একবার পুরো চার্জ করলে এই ইয়ারবাডস ৮ ঘন্টা অবধি চলতে পারে।

শ্যাডোফ্যাক্স এর দ্বিতীয় কোভিড কেয়ার প্রোগ্রাম ঘোষণা

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ক্লাউডসোর্সড প্রযুক্তি-সক্ষম প্ল্যাটফর্ম শ্যাডোফ্যাক্স তার সমস্ত রাইডার পার্টনারদের জন্য দ্বিতীয় কোভিড কেয়ার প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে। সংস্থাটি তার ১,০০,০০০লাখের বেশি রাইডার পার্টনার নেটওয়ার্ককে সমর্থন করার জন্য এই সংকটের সময়ে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং উন্নত করার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করে চলেছে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউর থেকেও তৃতীয় ঢেউ সামগ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। নিরাপত্তা এবং সুবিধার কারণে গ্রাহকরা অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে আরও ক্রয় করতে থাকে, ডেলিভারি সেক্টরের জন্য আরও চাহিদা তৈরি করে। শ্যাডোফ্যাক্স তার রাইডার অংশীদার এবং পরিবারের জন্য অন-কল কোভিড সহায়তা এবং কাউন্সেলিং চালাচ্ছে। কোভিড কেয়ার প্রোগ্রামের পাশাপাশি কোম্পানিটি তার রাইডারদের বীমার সুবিধা প্রদানের জন্য অ্যাকো জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। উদ্যোগটি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে শ্যাডোফ্যাক্স-এর সিইও এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা অভিষেক বানসাল বলেছেন- "আমাদের নেটওয়ার্কের ৯৫শতাংশেরও বেশি লোককে সম্পূর্ণরূপে টিকা দেওয়া হয়েছে এবং বাকিদের ক্ষেত্রে দ্রুত ডোজ পেতে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছি।

হাউজিং.কম নিয়ে এসেছে নতুন 'সোলার রুফটপ'

কলকাতা: প্রপটেক কোম্পানি হাউজিং.কম তার সহযোগী পরিষেবা প্ল্যাটফর্ম হাউজিং এজ-এর অধীনে বাড়ির জন্য সোলার রুফটপ নিয়ে এসেছে যার জন্য বাড়ির মালিকরা তাদের বিদ্যুৎ বিলের ৯০শতাংশ পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারবেন। হাউজিং.কম ভারত সরকারের স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে একটি উদীয়মান সোলারটেক স্টার্ট-আপ 'লুম সোলার' সাথে অংশীদারিত্ব করেছে।

মারকম ইন্ডিয়া রিসার্চ রিপোর্ট করেছে যে ৩য় কোয়ার্টার ২০২১-এ ভারত ১.৩ গিগাওয়াট রুফটপ সোলার যোগ করেছে, যা ২০২শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গুজরাটে সবচেয়ে বেশি ইনস্টলেশন হয়েছে যার পরে রয়েছে মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা। হাউজিং.কম সোলার রুফটপ সলিউশনের আউটরিচ বাড়ানোর জন্য আরও ৩টি কোম্পানি–হোম স্ক্যাপ, মাই সান এবং সোলার স্কয়ার-এর সাথে চুক্তি করেছে। হাউজিং এজ-এর সাথে সোলার রুফ প্ল্যান্ট ইনস্টল করা খুবই সহজ যেখানে একজনকে শুধুমাত্র হাউজিং.কম-এ তার বিশদ বিবরণ জমা দিতে হবে এবং সুবিধার মধ্যে রয়েছে একটি কাঠের পারগোলা ফিনিশ সহ একটি উদ্ভাবনী সোলার প্ল্যান্ট যার ২৫ বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে।

হাউজিং.কম, মকান.কম এবং প্রপটাইগার.কম-এর গ্রুপ সিইও শ্রী ধ্রুব আগরওয়ালা বলেছেন, "আমরা ক্রমাগত আমাদের গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি মূল্য যোগ করে সামগ্রিক অফার তৈরি করার দিকে নজর দিয়েছি এবং লুম সোলারের সঙ্গে এই চুক্তি হল আরেকটি পদক্ষেপ যা মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ বিশ্বাসকে বাস্তব সমাধানে অনুবাদ করতে উৎসাহিত করবে।"

সেভেনআপ-এর নতুন ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: 'ক্লিয়ার রিফ্রেশিং ড্রিংক' সেভেনআপ তাদের 'থিংক ফ্রেশ' সিরিজের ক্যাম্পেনে এক মজাদার ও চিন্তার খোরাক জোগানো নতুন ক্যাম্পেন যোগ করলো। প্রতিদিনের ছোটোখাটো জটিলতা বা সমস্যা থেকে উত্তরণের সমাধান তুলে ধরা হয়েছে এই ক্যাম্পেনে। দৈনন্দিন জীবনের খুবই সামান্য সমস্যা কিভাবে কারও সামনে কিছু সুযোগ এনে দেয় তা এই ক্যাম্পেনে দেখাবে সেভেনআপের মাসকট ফিদো দিদো। সেভেনআপের নতুন ক্যাম্পেনটি প্রচারিত হবে টিভি, ডিজিটাল, আউটডোর ও সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে। সেভেনআপ পাওয়া যাচ্ছে চিরাচরিত ও আধুনিক রিটেল আউটলেটগুলি-সহ নির্বাচিত ই-কমার্স প্লাটফর্মগুলি থেকে – সিঙ্গল/মাল্টি সার্ভ প্যাকে।

ফ্যাবইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রথম ইএসজি আইপিও

fabindia CELEBRATE INDIA

শিলিগুড়ি: ফ্যাবইন্ডিয়া লিমিটেডের আনা ভারতের প্রথম ইএসজি আইপিও'তে মার্কেট রেগুলেটরের প্রতি প্রদত্ত ডিআরএইচপি ফাইল অফারে মোট ৫০০ কোটি টাকার ফ্রেশ ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমান ইনভেস্টর/শেয়ারহোল্ডারদের ২৫,০৫০,৫৪৩টি ইকুইটি শেয়ার বিক্রয়ের অফার আনা হয়েছে। আইপিও থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে – (১) কোম্পানির ইস্যুকৃত এনসিডিগুলি ও সেগুলিতে জমাকৃত ইন্টারেস্টের ভলান্টারি রিডেম্পশনের জন্য, (২) কোম্পানির ঋণকৃত বকেয়া অর্থ ও তার ওপর জমা হওয়া আংশিক ইন্টারেস্টের প্রি-পেমেন্ট বা শিডিউল্ড রিপেমেন্ট করার জন্য এবং (৩) প্রস্তাবিত সাধারন কর্পোরেট কর্মসম্পাদনের জন্য।

ফ্যাবইন্ডিয়া ৬৪ শতাংশ মহিলা-সহ অনধিক ৫০ হাজার আর্টিজানের ক্ষমতায়ণ ঘটিয়েছে, যাতে তারা নিজেদের সমাজের অন্যদেরও ক্ষমতায়িত করতে পারেন। এদের ৭০ শতাংশ বাড়িতে থেকেই কাজ করছেন। এছাড়া, কৃষির উন্নতির জন্য কোম্পানি ২২০০ জন কৃষকের সঙ্গে এবং সহযোগীদের মাধ্যমে ১০,৩০০ জন কৃষকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রেখে কাজ করছে। আর্টিজানদের জন্য ফ্যাবইন্ডিয়া একটি এমন প্লাটফর্ম গড়েছে যেখান থেকে তারা বাড়িতে বসে কাজ করতে পারেন। এজন্য ফ্যাবইন্ডিয়া তাদের বাড়িতে কাঁচামাল ডেলিভারি দেওয়া এবং ফিনিশড প্রোডাক্ট বাড়ি থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে।

সোনির নতুন হোম থিয়েটার সিস্টেম ও সাউন্ডবার

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো তাদের প্রিমিয়াম রেঞ্জের হোম থিয়েটার সিস্টেম HT-A9 এবং HT-A7000 সাউন্ডবার। এগুলি দেবে মাল্টি-ডাইমেনশনাল সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স। উদ্ভাবনী 'সারাউন্ড সাউন্ড টেকনোলজি' (360 SSM technology) চালিত এই প্রোডাক্টগুলি গ্রাহকদের যেকোনও মুভি, মিউজিক বা গেম উপভোগে দারুণ অভিজ্ঞতা এনে দেবে।

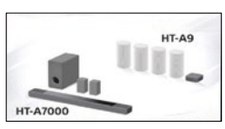

HT-A9 ও HT-A7000 এমন ভার্চুয়াল সাউন্ড ফিল্ড তৈরি করবে যে শ্রোতাদের মনে হবে সবদিক থেকেই শব্দ আসছে, ফলে শোনার অভিজ্ঞতা হবে আরও থ্রিলিং ও রিয়ালিস্টিক। এইচটি-এ৯'এর ওয়্যারলেস স্পিকারে ব্যবহার করা হয় 'ওমনি ডাইরেকশনাল ব্লক ডিজাইন কনসেপ্ট', ফলে ৭.১.৪সিএইচ সারাউন্ড সাউন্ড এফেক্ট পাওয়া যায়। এইচটি-এ৭০০০ হচ্ছে বাস্তবিকই এক ৭.১.২সিএইচ সাউন্ডবার। এইচটি-এ৯'এর সাউন্ড আউটপুট ৮০৪ওয়াট এবং এইচটি-এ৭০০০'এর সাউন্ড আউটপুট ৯০০ওয়াট। এইসব কারণে শ্রোতাদের কাছে ভিসুয়াল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং মুভিপ্রেমীদের কাছে আওয়াজ মনে হয় একেবারে বাস্তব।

নতুন HT-A9 ও HT-A7000 হোম থিয়েটার সিস্টেম ২০ জানুয়ারি থেকে পাওয়া যাবে সকল সোনি সেন্টার, ই-কমার্স পোর্টাল, www.ShopatSC.com পোর্টাল এবং মুখ্য ইলেকট্রনিক স্টোরসমূহে। এগুলির বেস্ট বাই প্রাইস ১,৭০,৯৮০ টাকা থেকে ১,৯৭,৯৮০ টাকা।

ভারতের বাজারে 'টয়োটা হাইলাক্স'

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) ভারতের বাজারে নিয়ে এলো বহু-প্রতীক্ষিত লাইফস্টাইল ইউটিলিটি ভেহিকেল 'টয়োটা হাইলাক্স'। এক মেগা ইভেন্টের মধ্য দিয়ে 'টয়োটা হাইলাক্স' গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টয়োটা মোটর কর্পোরেশনের (টিএমসি) চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইয়োশিকি কোনিশি, টয়োটা রিজিয়োনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার জুরাচার্ট জঙ্গসুক, টিকেএম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাসাকাজু ওশিমুরা, টিকেএম-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট (সেলস অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিস) তাদাশি আসাজুমা এবং টিকেএম-এর জেনারেল ম্যানেজার (স্ট্রাটেজিক বিজনেস ইউনিট) উইশলাইন সিগামনি।

বিশ্বজুড়ে ১৮০টিরও বেশি দেশে হাইলাক্সের বিক্রয় ২০ মিলিয়ন ইউনিট ছাড়িয়ে গেছে।

টয়োটা হাইলাক্সে রয়েছে বহু ফার্স্ট-ইন-সেগমেন্ট ফিচার, বিশ্বমানের ইঞ্জিনিয়ারিং, বাড়তি সুরক্ষা, অ্যাডভান্সড টেকনোলজি ও বেস্ট-ইন-ক্লাস কমফর্ট। পারফর্ম্যান্স, পাওয়ার ও ফুয়েল এফিসিয়েন্সি'র দিক থেকেও হাইলাক্স অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর সঙ্গে রয়েছে থ্রামারাস ইন্টেরিয়র এবং ট্যাবলেট স্টাইল ৮ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম (অ্যান্ড্রয়েড অটো ও অ্যাপল কারপ্লে)।

টয়োটা হাইলাক্স-এর বুকিং চালু হয়ে গেছে। আগামী এপ্রিলে ডেলিভারি শুরুর আগে মার্চে এই গাড়ির এক্স-শোরুম প্রাইস ঘোষণা করা হবে। অনলাইনে (www.toyotabharat.com) বা নিকটবর্তী টয়োটা ডিলারশিপে হাইলাক্স বুক করা যাবে। টয়োটা ভার্চুয়াল শোরুমের মাধ্যমে গ্রাহকরা বাড়িতে বসেই হাইলাক্সের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শুরু হল পলাশ ট্রফি

ফাঁসিদেওয়া: ২২ জানুয়ারি ফাঁসিদেওয়া স্পোর্টস ক্লাবের পলাশ বিশ্বাস ট্রফি ৮ দলীয় প্রতিযোগিতা ক্রিকেট শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে সাহা ব্রাদার্স ৬৩ রানে স্টার একাদশ হাপতিয়াকে হারিয়েছে। ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল মাঠে টসে জিতে সাহা ব্রাদার্স ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ২২১ রান তোলে। জবাবে স্টার একাদশ ১২ ওভারে ৭ উইকেট ১৫৮ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা আকাশ ঘোষ। রবিবার খেলবে উন্মোচন এনজিও ফাঁসিদেওয়া-তিনমূর্তি সংঘ ও লিউসিপাকড়ি-চটহাট।

জিতল পিএস

ফাঁসিদেওয়া: স্পোর্টস ক্লাবের পলাশ বিশ্বাস ট্রফি ক্রিকেটে ২৪ জানুয়ারি ফাঁসিদেওয়া পিএস ১১ রানে অ্যাচিভার একাদশকে হারিয়েছে। ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল মাঠে টসে হেরে ফাঁসিদেওয়া পিএস ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১২০ রান তোলে। মনোজিৎ সিংহ ৩৬ রান করেন। অরবিন্দ যাদব ২ উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাডিং করতে নেমে অ্যাচিভার ১২ ওভারে ৭ উইকেট ১০৯ রানে আটকে যায়। অরবিন্দ যাদব ৪৩ রান করেন। সুব্রত বর্মনের অবদান ৩৯। ম্যাচের সেরা সুদীপ সিংহ ৪ উইকেটে পেয়েছেন।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে জিতল এনআরআই

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রভা চৌধুরী, অমৃতকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফির প্রথম ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৫ জানুয়ারি এনআরআই ১৫ রানে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে জিতে এনআরআই ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। জবাবে বিধান ২০ ওভারে ১২৮ রানে অলআউট হয়। বিক্রান্ত মাহাতো ২১ ও ভূপতি মণ্ডল ১৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা চেতন গুরুং ২৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। আগামি ম্যাচ ১ ফেব্রুয়ারি, সেদিন খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

চন্দনের শতরানে জয়ী সরোজিনী

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৫ জানুয়ারি আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ৫৮ রানে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে জিতে সরোজিনী ব্যাডিং করতে নেমে ২০ ওভারে ১ উইকেটে ১৯৮ রান তোলে।

জবাবে স্বস্তিকা ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। জানা গেছে, সুপার ডিভিশনে খেলা ছয়দিন বন্ধ থাকবে। পরবর্তী খেলা ১ ফেব্রুয়ারি। খেলবে জিটিএসসি ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

টি২০ তে জিতেছে নবোদয় সংঘ

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রভা চৌধুরী, অমৃতকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২২ জানুয়ারি নবোদয় সংঘ বিপ্লব স্মৃতি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে জিতে বিপ্লব ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। মুকেশ মালিক ৩৯ রান করেন। প্রসূন চৌধুরীর অবদান ৩৫। প্রতীক আগরওয়াল ১০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নবোদয় ১২ ওভারে ২ উইকেটে ১২৮ রান তুলে নেয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল বিসিসিআই

মুম্বাই: ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে একদিনের এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত। তার আগেই ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। একদিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটেই ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। ভাইস ক্যাপ্টেন কে এল রাহুল। তবে থাকছেন না যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ শামি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে দুইজনকেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

একদিনের সিরিজের দল–

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), কে এল রাহুল (সহ অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, সূর্য কুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ার, দীপক হুডা, ঋষভ পন্থ, দীপক চাহার, শার্দুল ঠাকুর, ওয়াই চাহাল, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, অভেশ খান।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল–

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), কে এল রাহুল (সহ অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, সূর্য কুমার যাদব, ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ার, দীপক চাহার, শার্দুল ঠাকুর, রবি বিষ্ণোই, অক্ষর পটেল, ওয়াই চাহাল, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ, অভেশ খান, হর্ষল পটেল, ইশান কিসান।

ডার্বিতে আগামি শনিবার

কলকাতা: ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় গোয়ার জহওরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে এস সি ইস্ট বেঙ্গল এটিকে এবং মোহনবাগান। এ বছরের এটি দ্বিতীয় ডার্বি। প্রথম ডার্বিতে মোহনবাগান জিতেছিল ৩-০ গোলে। তাই এদিন ও ফ্যানরা মোহনবাগানকেই ফেভারিট মনে করছেন। তবে যতই পিছিয়ে থাকুক ইস্ট বেঙ্গল, তাদের কোচ মারিও রিভেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন টিমটিকে জিতাতে। মোহনবাগানের অ্যাটাক খুবই শক্তিশালী। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের অ্যাটাককে আটকাতে পারবে কি না ইস্ট বেঙ্গল ডিফেন্ডাররা সেটা সময়ই বলবে।

বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে জিতল এনআরআই

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রভা চৌধুরী, অমৃতকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফির প্রথম ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৫ জানুয়ারি এনআরআই ১৫ রানে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে জিতে এনআরআই ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। জবাবে বিধান ২০ ওভারে ১২৮ রানে অলআউট হয়। বিক্রান্ত মাহাতো ২১ ও ভূপতি মণ্ডল ১৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা চেতন গুরুং ২৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। আগামি ম্যাচ ১ ফেব্রুয়ারি, সেদিন খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

সুপার ডিভিশনে জয়ী দেশবন্ধু

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৪ জানুয়ারি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব ৪ উইকেটে হারায় বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবকে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বাঘা যতীন টসে হেরে প্রথমে ব্যাডিং করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। কিশোর দলের হয়ে সর্বাধিক ৬২ রান করেন। সোনু রাউত ১২ রানে নেন ২ উইকেট। রাজা রাউত ২১ রানে নেন ১ উইকেট। জবাবে দেশবন্ধু ১৯.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাজা মল্লিক ৫৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

৫ উইকেটে জিতল বান্ধব সংঘ

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রভা চৌধুরী, অমৃতকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৪ জানুয়ারি বান্ধব সংঘ ক্লাব ৫ উইকেটে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে প্রথমে ব্যাডিং করতে নেমে মহানন্দা ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। ঋত্বিক রায় ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন। দীপ্তাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায় ও পীযূষ সানারির অদান যথাক্রমে ৩১ ও ৩০। সঞ্জয় হাজরা ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বান্ধব ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দিবাকর বসু ৫২ রান করেন।

চন্দনের শতরানে জয়ী সরোজিনী

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২৫ জানুয়ারি আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ৫৮ রানে স্বস্তিকা যুবক সংঘকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে জিতে সরোজিনী ব্যাডিং করতে নেমে ২০ ওভারে ১ উইকেটে ১৯৮ রান তোলে।

জবাবে স্বস্তিকা ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। জানা গেছে, সুপার ডিভিশনে খেলা ছয়দিন বন্ধ থাকবে। পরবর্তী খেলা ১ ফেব্রুয়ারি। খেলবে জিটিএসসি ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

প্রথম ডিভিশন জয়ী নবোদয় সংঘ

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ২৩ জানুয়ারি নবোদয় সংঘ ৭ উইকেটে জিতেছে রবীন্দ্র সংঘর বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে রবীন্দ্র ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫১ রান। জবাবে নবোদয় খেলতে নেমে, সুদীপ সরকারের ৭২ রানের জেরে ১৮.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রাহুল নন্দী ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

অন্য ম্যাচে তরুণ তীর্থ ৩২ রানে জিতেছে এনআরআই-এর বিরুদ্ধে। টসে জিতে তরুণ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৮ রান করে। ললিত আগরওয়াল ৩৪ ও ম্যচের সেরা প্রিন্স প্যাটেল ২৯ রান করেন। এরপর এনআরআই ১৯.৪ ওভারে ৯৬ রানে সব উইকেট হারিয়ে ফেলে।

জিতল ফ্রেন্ডস ক্লাব ও এনজিও

ফাঁসিদেওয়া: স্পোর্টস ক্লাবের পলাশ বিশ্বাস ট্রফি ৮ দলীয় ক্রিকেটে ২৩ জানুয়ারি চটহাট ফ্রেন্ডস অ্যাকাডেমি ৮ উইকেটে হারিয়েছে লিউসিপাকড়ির থান্ডার উলফকে। টসে হেরে উলফ ৮.৫ ওভারে ৪৮ রানে সব উইকেট হারিয়ে ফেলে। মহম্মদ আকবর ১৬ রান করেন ও বাপি দাস ৪ উইকেট নেনে। জবাবে ফ্রেন্ডস ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৪৯ রান তুলে নেয়।

অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুল মাঠে উন্মোচন এনজিও ৩ রানে জিতেছে তিনমূর্তি শক্তি সংঘের বিরুদ্ধে। টসে জিতে উন্মোচন ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬ রান করে। সৌরভ শীলের অবদান ৩১ রান। জবাবে শক্তি ১০ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৩ রান করে। ম্যাচের সেরা শুভম দেবনাথ ৫ উইকেট পেয়েছেন।

দাবা প্রতিযোগিতায় সেরা সাম্যক

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং জেলার দাবা সংস্থার ৩৬তম জেলা দাবায় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাম্যক ধারোয়া । তাঁর সংগ্রহ ৪.৫ পয়েন্ট। দ্বিতীয় জয়দেব বর্মন। এছাড়া বিভিন্ন বয়স বিভাগে প্রথম তিনে শেষ করেছে- জেম মহলানবীশ, আরিয়ান পাল ও বেদান্ত (অনূর্ধ্ব-৮ ছেলে), হিমেল দত্ত, এন বিশ্বাস ও কিংশুক ঘোষ (অনূর্ধ্ব-১০ ছেলে), অনন্যা মহন্ত, প্রত্যুষা মিশ্র ও সার্বেশী সিনহা (অনূর্ধ্ব-৮ মেয়ে) এবং আরাধ্যা পাল, রাজনন্দিনী শীল ও আয়ুষী ধর (অনূর্ধ্ব-১০ মেয়ে)।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে জিতল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রভা চৌধুরী, অমৃতকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ২২ জানুয়ারি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ১ উইকেটে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথমে ১৯.১ ওভারে ৭৫ রানে অলআউট হয়। অভিষেক দাস ১৯ ও শান্ত রায় ১১ রান করেন। অভিজিৎ রায় ৪ উইকেট নেয়েছিলেন। ভালো বোলিং করেন বিবেক পাল নেন ২ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ১৯.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৮ রান তুলে নেয়। হিতাংশু ভৌমিক ৩৬ রানে অপরাজিত থাকেন। তিনি ছাড়া দলের কারোর দুই অঙ্কের রান নেই। চন্দম রাম ৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট ও সবিন রায় ১০ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলেন। এদিন খেলা শুরুর আগে প্রাক্তন তারকা ফুটবলার তথা কোচ সুভাষ ভৌমিকের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সোমবার খেলবে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব।

অ্যাথলেটিক্স মিটের জন্য তৈরি উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি: করোনার দাপট এখনও কমেনি। তারই মধ্যে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার তাগিদে ক্রীড়া সংস্থাগুলি নিজেদের রুটিন প্রতিযোগতার আয়োজন করে ফেলতে চাইছে। অ্যাথলেটিক্স মিট নিয়ে উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া সংস্থাগুলি অত্যন্ত সেই কথাই বলছে। কোচবিহার জেলার ক্রীড়া সংস্থার একটি গোষ্ঠী আগেই অ্যাথলেটিক্স মিট করে ফেলেছে। এবার সুব্রত দত্তদের গোষ্ঠীও অ্যাথলেটিক্স মিটের দিন ঘোষণা করে দিল। সুব্রতবাবু জানান, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি রাজবাড়ির স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতা হবে। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থাকেও এব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদেরও এব্যাপারে অনুমতি আছে।

এদিকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে শিলিগুড়িতে শুরু হবে অ্যাথলেটিক্স মিট। এব্যাপারে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ সবকিছু একেবারে চূড়ান্ত করে ফেলেছে। পরিষদের অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেই দিন ঠিক করা হয়েছে। সব ঠিক থাকলে ২৮-৩০জানুয়ারি বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সংস্থাকে এব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রতিযোগিতার ট্রফির নামও জানিয়ে দিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন দল ডালিয়া কুন্ডু ট্রফি ও ১৫ হাজার ট্রফি পাবে। রার্নাসরা পাচ্ছে বিসি পাল ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা। পুরুষ বিভাগের সেরা অ্যাথলিট পাবে উমারানি কুন্ডু ট্রফি ও ১ হাজার টাকা এবং মহিলা বিভাগের সেরা অ্যাথলিট পাবে সমসংখ্যক আর্থিক পুরস্কার ও সরোজিনী পাল ট্রফি।

অ্যাথলেটিক্স সাব কমিটিতে আলোচনা করে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থাও তাদের মতামত রাজ্য সংস্থায় জানিয়ে দিয়েছে। সচিব কুমার দত্ত জানিয়েছেন, ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক্স মিটের আয়োজন করা হবে। রাজ্য সংস্থার কাছে এজন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96